রাসূলুল্লাহ ﷺ এর

কান্না

ড. মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান
ড. রাশীদাহ্

কান্না

বিন্দু প্রকাশ

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কান্না

ড. মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান
সহকারী অধ্যাপক
বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
Email:dmambiu@gmail.com

ড. রাশীদাহ্
সহকারী অধ্যাপক
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম
Email: rash.nawmy@gmail.com

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কান্না

ড. মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান
ড. রাশীদাহ্

প্রকাশক : বিন্দু প্রকাশ
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
মোবাইল : ০১৭৯২৭৭১৬৬৫

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০২০

প্রচ্ছদ : মোঃ হাশেম আলি
অলঙ্করণ : রেনেসা এ্যাড এন্ড প্রিন্টার্স
মূল্য : ১৪০ টাকা
অনলাইন পরিবেশক : www.rokomari.com

Rasulullahr Kanna By Dr Abdul Mannan & Dr Rashidah
Published by Bindu Prokash, Mogbazar, Dhaka-1217
Mobile : 01792771665
E-mail : binduprokash2019@gmail.com
Price : 140.00 Tk.
ISBN : 978-984-94669-7-4

সূচীপত্র

প্রকাশকের কথা

কান্না মানুষের এক সহজাত প্রবৃত্তি। কান্নায় মানুষের নম্রতা ও বিনয়ীভাব প্রকাশ পায়। কান্নায় মানুষের বেদনা দূরীভূত হয়। অহংকারী মানুষ কাঁদতে পারে না। তবে ধৈর্যহারা, কাপুরুষ, ভীতু ও বিলাপকারীর কান্না প্রশংসনীয় নয়। আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন একজন মুমিন ব্যক্তির সবচেয়ে বড় যোগ্যতা। কান্না আত্মশুদ্ধির প্রতিভূ। নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে অশ্রুবিসর্জনকারীকে কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের নিচে ছায়াপ্রাপ্ত সাত শ্রেণির একজন বলা হয়েছে। রাসূল ﷺ বলেছেন, “দুটি ফোঁটা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়; (তন্মধ্যে) একটি হলো আল্লাহর ভয়ে প্রবাহিত অশ্রু ফোঁটা।” (জামে তিরমিজি)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সবচেয়ে দরদী মনের মানুষ। তিনি সহজেই কাঁদতে পারতেন। তিনি নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও সব সময় বেশি বেশি তাওবাহ, ইসতিগফার, সালাত, সুযুদ ও আত্মসমালোচনার মাধ্যমে আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করতেন। তিনি ছিলেন বিশ্বের সেরা বিপ্লবী ও সমাজ সংস্কারক। তিনি যেমন ছিলেন অন্যায়-অত্যাচার, জুলুম-নির্যাতন, কুফর-শিরকের বিরুদ্ধে বজ্র কঠোর, তেমনি মানবতার জন্য তিনি ছিলেন অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের অধিকারী একজন নেতা। এ জন্য তার নেতৃত্ব সবসময় অনুসারিদের ভালবাসায় সিক্ত ছিল। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে রাসূলের ﷺ এ গুনের কথা এভাবে স্বীকৃতি দেন : হে নবী, এটা আল্লাহর বড়ই অনুগ্রহ যে, তুমি তাদের প্রতি খুবই কোমল হৃদয়ের অধিকারী। যদি তুমি রুক্ষ স্বভাবের বা কঠোর চিত্তের হতে তাহলে তারা সবাই তোমার চারপাশ থেকে সরে যেত। (সূরা আলে ইমরান ১৫৯)

রাসূলের ﷺ এ কোমলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটত বিভিন্ন প্রেক্ষিতে বিভিন্ন প্রসঙ্গে তার অন্তর বিগলিত করা কান্নার মাধ্যমে। আলোচ্য 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কান্না' বইটিতে সেসব ঘটনাই চমৎকারভাবে সংকলন করেছেন ড. আবদুল মান্নান ও ড. রাশীদাহ। এতে লেখকদ্বয় আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর বিভিন্ন প্রসঙ্গে কান্নার ঘটনা উল্লেখ করে মুমিন জীবনে কান্নার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন। এ ছাড়া কান্না বিষয়ে প্রাসঙ্গিক অনেক তত্ত্ব ও তথ্যের সমাহার ঘটিয়ে বইটিকে আরো সমৃদ্ধ করেছেন।

এ বইটি পড়ে পাঠকের হৃদয়ে যদি আল্লাহর ভয় জাগ্রত হয়, বিগলিত হৃদয়ে আমরা যদি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে একান্তে চোখের পানি ফেলার মতো যোগ্যতা অর্জন করতে পারি তাহলেই আমাদের সকলের পরিশ্রম স্বার্থক হবে। বিন্দু প্রকাশ থেকে এ মানসম্পন্ন বইটি প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করছি। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর উত্তম বান্দা হিসেবে কবুল করুন। আমিন।

লেখকের কথা

সিজদায় মস্তক অবনত করছি মহান মা'বুদের দরবারে, যার একান্ত মেহেরবাণীতে "রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কান্না" বইটির কাজ শেষ করতে পেরেছি, 'আল-হামদুলিল্লাহ'। এখন থেকে ৩ বছর আগে বইটির কাজ আমরা দুইজন (স্বামী-স্ত্রী) শুরু করেছিলাম। বইটিতে মুলতঃ বিশ্বনবী ﷺ কবে, কোথায়, কেন কেঁদেছেন এবং কান্নার ব্যাপারে শরীয়াতের দৃষ্টিভঙ্গি কুরআন, হাদীস এবং ইমামদের মতামতসহ উল্লেখ করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে এটি একটি গবেষণাধর্মী বই।

বইটি এতটাই আবেদনময়ী যে, কাজ করার সময় যতবার পড়েছি মনের অজান্তে রাসূল ﷺ এর বিভিন্ন সময়ের কান্না আমাদেরকে বারংবার অশ্রুসিক্ত করেছে। বইটি পড়ে যদি একজন পাঠকও অশ্রুসিক্ত হন তাহলে তা হতে পারে তার জাহান্নামের আগুনকে নির্বাপিত করার বড় হাতিয়ার, ঈমানের ওপর অবিচল থাকার পাহাড়সম শক্তি, বাতিলের বিরুদ্ধে আমৃত্যু লড়াই করার ইস্পাত কঠিন অঙ্গিকার, সর্বোপরি আল্লাহর নৈকট্য হাসিল ও তাঁর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি এবং আধ্যাত্মিকতার অনন্য মাধ্যম।

বিন্দু প্রকাশ বইটি প্রকাশ করায় তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় বহুদিনের লালিত স্বপ্ন আজ মলাটবদ্ধ হয়েছে। বইটিতে অনিচ্ছাকৃত বা জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে কোন ভুল বা ত্রুটি থাকলে আমাদেরকে জানানোর দরখাস্ত পেশ করছি। সবিশেষ নিবেদন, হে আরশের মালিক! কিয়ামতের কঠিন মুসিবতের দিনে আমাদের এ ক্ষুদ্র কাজটুকুকে নাজাতের অসিলা বানিয়ে দিও। আমিন!!!

ড. মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান

ড. রাশীদাহ

তাং- ২৫.১০.২০২০

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কান্না

ভূমিকা

মানুষ দুঃখ-কষ্ট, বেদনা, হারানো, মৃত্যু এমনকি সাফল্যের চরম শিখরে উঠেও কান্নার মাধ্যমে তার অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। অন্যায়, অবিচার, যুল্ম, নির্যাতন, নিষ্পেষণ, পাপাচার ইত্যাদি অপরাধ থেকে বাঁচার জন্য মানুষ যখন অনুতপ্ত হয়ে অশ্রু প্রবাহিত করে তখন তা আল্লাহর নিকট কবুল হয়ে যায়। তাই আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক স্থাপনের শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম হলো ক্রন্দন। কান্না মানুষের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। মানুষ ইচ্ছা করলে কান্না বন্ধ করতে পারে না, কারণ আল্লাহ মানুষকে কান্না দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। কান্না মানুষের হৃদয়ের ব্যাধি দূর করে। আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন মানুষের আত্মাকে নরম করে এবং যাবতীয় নোংরা থেকে পরিচ্ছন্ন করে। সাতটি কারণে মানুষের কান্না আসে; আনন্দ, বেদনা, নিষ্পেষণ, না পাওয়া, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, ব্যথা এবং আল্লাহর ভয়। বেশি বেশি আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন জাহান্নামের আগুনকে নির্বাপিত করে। যারা আল্লাহর ভয়ে কাঁদে আল্লাহ তাদের প্রশংসা করেন।[১] রাসূল ﷺ আমাদের জন্য 'উসওয়ায়ে হাসানাহ' বা সর্বোত্তম আদর্শ। মহান আল্লাহ বলেনঃ [২]

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾

"যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।"

মানব জীবনের এমন কোনো দিক ও বিভাগ নেই যে ব্যাপারে তাঁর সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা নেই। রাসূল ﷺ নিষ্পাপ হয়েও সর্বদা বেশি বেশি তাওবাহ, ইস্তিগফার, সালাত, সুযুদ, আত্মসমালোচনার মাধ্যমে আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আল-মায়েদাহ ৫:৮৩

[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-আহযাব ৩৩:২১

করতেন। এটা প্রমাণ করে তাঁর অন্তর আল্লাহর ভয়ে সর্বদা কম্পমান ছিল। আমাদের অন্তর এতটাই কঠিন যে ঠিক করে আমরা বলতে পারি না আমার চক্ষু কবে আল্লাহর ভয়ে একটু লোনা পানি বিসর্জন দিয়েছে? কাজেই রাসূল ﷺ -এর আদর্শে উজ্জিবীত হয়ে পঙ্কিলতামুক্ত জীবন গড়ার জন্য আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে কবে, কোথায় এবং কিভাবে তিনি ক্রন্দন করেছেন অতঃপর সে অনুযায়ী নিজেদের জীবন গঠনের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথ বের করতে হবে। কান্নার ক্ষেত্রে ইসলাম প্রয়োজনীয় নির্দেশনা, নীতিমালা ও আইন নির্ধারণ করেছে। এই বই থেকে আমরা রাসূল ﷺ কবে, কোথায় এবং কেন কান্না করেছিলেন তা জানতে পারব এবং সাথে সাথে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে কান্নার বিধি-বিধান জানতে পারব।

প্রথম অধ্যায়

১.১ কান্নার পরিচয়

কান্নার আরবি হলো 'বুকা' (بُكَي بُكَاء) যার অর্থ কাঁদা, চিৎকার করা, অশ্রু বিসর্জন করা। এছাড়াও আরবি অভিধানে 'বুকা'[৩] (بُكَاء-بكي) অবস্থাভেদে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ

- اَبْكي অর্থ : কাঁদতে বাধ্য করেছে।[৪] এর মাসদার হলো- إِبْكَاءٌ
- بَكي অর্থ : চিৎকার করেছে; অশ্রু ফেলেছে; মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করেছে। এর মাসদার হলো- بُكِيٌّ[৫]
- بَكّي অর্থ : কেঁদেছে। এর মাসদার হলো- تَبْكِيٌّ[৬]
- تَبَاكي অর্থ : কান্নার ভান করা; ভান করে কাঁদা।[৭] যেমন হাদিসে এসেছে,

ابْكُوا ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا بُكَاءً فَتَبَاكَوْا

"তোমরা কান্না কর, যদি তোমাদের কান্না না আসে তাহলে কান্নার ভান কর।"[৮]

- إِسْتَبْكَاه অর্থ : তার কান্না প্রতিফল দিয়েছে। এর মাসদার হলো- إِسْتِبْكَاء[৯]

---

[৩]. ইবনে মানযুর, ***লিসানুল আরব*** (বৈরূতঃ দারু সাদির, তা. বি.), খ. ১৪শ, পৃ. ৮২

[৪]. আলাউদ্দিন আল-আযহারী, ***আরবী বাংলা অভিধান*** (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১ম সং, ১৯৯৩), খ. ১ম, পৃ. ১৫

[৫]. ইবরাহীম মাদকুর, ***আল-মু'জামুল ওয়াসীত*** (কায়রোঃ দারুদ দা'ওয়াহ, ২য় সং, ১৯৭২), পৃ. ৬৭

[৬]. আলাউদ্দিন আল-আযহারী, ***আরবী বাংলা অভিধান***, খ. ১ম, পৃ. ৭১৬

[৭]. মুহাম্মদ ইবন আবি বকর ইবন আব্দিল কাদীর আর-রাযী, ***মুখতারুস-সিহাহ*** (বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম সং, ১৯৯৪), পৃ. ৪৫

[৮]. আবুল হাসান আলী ইবন খাল্লাফ ইবন বাত্তাল, ***শরহে সহীহিল বুখারী*** (রিয়াদঃ মাকতাবাতুর রুশদ, ২য় সং, ২০০৩), খ. ১০ম, পৃ. ১৯৬

[৯]. ইবরাহীম মাদকুর, ***আল-মু'জামুল ওয়াসীত***, পৃ. ৬৭

কান্না কখনও কমে আবার কখনও বাড়ে। যেমন: খলিল বলেছেন,[১০]

مَنْ قصره ذَهَبَ به إلى مَعْنى الحُزْن ، ومَنْ مدّة ذَهَبَ به إلى مَعْنى الصَّوْتِ

"কান্না যখন কমে তখন তা বিষণ্ণতা অর্থে ব্যবহৃত হয়, আর কান্না যখন বাড়ে তখন শব্দ করে কাঁদা অর্থে ব্যবহৃত হয়।"

কান্না যখন কমে তখন শুধু অশ্রু প্রবাহিত হয় আর কান্না যখন বাড়ে তখন চিৎকার করে কাঁদতে মন চায়। যেমন: কা'ব বিন মালেক (রা) শোক প্রকাশের কবিতায় বলেন,

بَكَتْ عَيْنِي وَحُقَّ لَهَا بُكَاهَا ... وَمَا يُغْنِي البُكَاءُ وَلاَ العَوِيلُ

"আমার চক্ষু কান্না করেছে আর কান্নাই তার হক ছিল, তবে আমার কান্না ও বিলাপ কোনো কাজে আসেনি।"[১১]

১.২ কান্নার প্রকারভেদ

কান্নাকে আমরা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যাস করতে পারি। যথা:

১. দয়া মায়া ও বিনম্রতার কান্না
২. ভয় ও শঙ্কার কান্না
৩. অত্যাধিক আকাঙ্ক্ষা ও ভালোবাসার কান্না
৪. খুশি ও আনন্দের কান্না
৫. বেদনাদায়ক ঘটনা বর্ণনা করার পর ধৈর্যহারা হয়ে কান্না

---

১০. আবুল হাসান আলী ইবন ইসমাইল আল মুরসী, ***আল মুহকাম ওয়াল মুহিতুল আযাম***, (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম সং, ২০০০), খ. ৭ম, পৃ. ১১৫

১১. ইমামুদ্দিন ইসমামঈল ইবন কাছীর, ***আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*** (বৈরূত: দারু ইহ্ইয়া আত তুরাসিল 'আরাবী, ১ম সং, ১৯৮৮), খ. ৪র্থ, পৃ. ৬৮; আলী ইবন মুহাম্মদ ইবনুল আছীর, ***উসদুল গাবা ফী মা'রিফাতিস সাহাবা***, (বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৯৮৯), খ. ১ম, পৃ. ৫৩০

৬. হতাশার কান্না

৭. দুর্বল ও অধিক নরম লোকের কান্না

৮. মুনাফিকির কান্না

৯. কারো নিকট সাহায্য সহযোগিতা ও ধার পাওয়ার জন্য কান্না

১০. অন্যের কান্না দেখে কান্না অর্থাৎ কারণ না জেনে কান্না

উপরের কান্নাগুলোকে মৌলিকভাবে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে যথাঃ ভয়, আকাঙ্ক্ষা ও খুশির জন্য কান্না।[১২]

১.৩ আল-কুরআনের আলোকে কান্না

আল-কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ তা'আলা মানুষকে কাঁদতে উৎসাহিত করেছেন। কান্না সম্পর্কে কুরআনুল কারীমের বক্তব্য সুস্পষ্ট এবং ভারসাম্যপূর্ণ। যেমন : কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى﴾

"এবং তিনিই হাসান ও তিনিই কাঁদান।"[১৩]

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীগণের কান্নার প্রশংসা করে বলেন,

(أولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نوح وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا)

এরাই তাঁরা-নবীগণের মধ্যে থেকে যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা নেয়ামত দান করেছেন। এরা আদমের বংশধর এবং যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম, তাঁদের বংশধর এবং ইবরাহীম ও

---

[১২]. শিহাবুদ্দীন আবি হাফস উমার ইবন মুহাম্মাদ ইবন আব্দিল্লাহ, *'আওয়ারিফুল মা'আরিফ* (আল-মাকতাবতুশ শামেলাহ, তা. বি.), খ. ১ম, পৃ. ১৮৬-১৮৭

[১৩]. আল-কুরআন, সূরা আন-নজম ৫৩:৪৩

ইসরাঈলের বংশধর এবং যাদেরকে আমি পথ প্রদর্শন করেছি এবং মনোনীত করেছি, তাঁদের অবস্থা এই ছিল যে, যখন করুণাময়ের আয়াত তাঁদেরকে শুনানো হতো তখন তাঁরা কান্নারত অবস্থায় সিজদায় লুটিয়ে পড়ত।[১৪]

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নেককার বান্দাদের প্রশংসায় বলেন,

﴿وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾

এবং তাঁরা নত মাথায় কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ে এবং তা শুনে তাঁদের আল্লাহর ভয় অনেক বেড়ে যায়।[১৫]

জাতির সৎ লোকদের প্রশংসা করে আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾

যখন তাঁরা এ কালাম শোনে, যা রাসূলের ওপর নাযিল হয়েছে, তোমরা দেখতে পাও সত্যকে চিনতে পারার কারণে তাঁদের চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। তাঁরা বলে ওঠে, হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি, সাক্ষ্যদাতাদের মধ্যে আমাদের নাম লিখে নাও।[১৬]

কান্না সম্পর্কে মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেছেন,

﴿أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ-وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ﴾

তাহলে কি এসব কথা শুনেই তোমরা বিস্ময় প্রকাশ করছ? হাসছ কিন্তু কাঁদছো না?[১৭]

---

১৪. আল-কুরআন, সূরা মারইয়াম ১৯: ৫৮

১৫. আল-কুরআন,সূরা বনী ইসরাঈল ১৭: ১০৯

১৬. আল-কুরআন, সূরা আল-মায়েদাহ ৫: ৮৩

১৭. আল-কুরআন, সূরা আন-নজম ৫৩: ৫৯-৬০

﴿فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

এখন তাদের কম হাসা ও বেশি কাঁদা উচিত। কারণ তারা যে গুনাহ উপার্জন করেছে তার প্রতিদান এ ধরনেরই হয়ে থাকে (সেজন্য তাদের কাঁদা উচিত।)[১৮]

আল্লাহর অবাধ্য বান্দাদের মৃত্যু সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ﴾

অতঃপর না আসমান তাদের জন্য কেঁদেছে না যমীন, সামান্যতম অবকাশও তাদের দেয়া হয়নি।[১৯]

১.৪ হাদিসের আলোকে কান্না

হাদিসের বিভিন্ন জায়গায় রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষকে কাঁদতে উৎসাহিত করেছেন। যেমন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ عَيْنَانِ لاَ تَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ

ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, দু'টি চোখকে জাহান্নামের আগুন কখনও স্পর্শ করবে না। এক: যে চোখ আল্লাহর ভয়ে কাঁদে এবং দুই: যে চোখ আল্লাহর রাস্তায় (নিরাপত্তার জন্য) পাহারা দিয়ে নিদ্রাহীন রাত কাটায়।[২০]

রাসূল ﷺ উম্মাহকে কম হাসতে ও বেশি করে কাঁদতে উৎসাহিত করেছেন। যেমন হাদিসে এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَصْحَابِهِ شَيْءٌ فَخَطَبَ فَقَالَ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَلَوْ

---

১৮. আল-কুরআন, সূরা আত-তাওবাহ ৯: ৮২

১৯. আল-কুরআন,সূরা আদ-দুখান ৪৪: ২৯

২০. আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায়: ফাদায়িলুল জিহাদ, অনুচ্ছেদ: মা যায়া ফি ফাদলিল হিরসি ফী সাবিলিল্লাহ খ. ৬ষ্ঠ, পৃ. ৩৮৬, হাদিস নং. ১৭৪০

تَعْلمونَ مَا أعْلَمُ لضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا قَالَ فَمَا أَتَى عَلَى أَصْحَابِ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمٌ أَشَدُّ مِنْهُ قَالَ غَطَّوْا رُءُوسَهُمْ وَلَهُمْ خَنِينٌ قَالَ فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا قَالَ فَقَامَ ذَاكَ الرَّجُلُ فَقَالَ مَنْ أبِي قَالَ أبُوكَ فُلَانٌ فَنَزَلَتْ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ}

আনাস ইবন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ-এর নিকট তাঁর সাহাবীদের পক্ষ থেকে কোনো (আপত্তিকর) কথা পৌঁছালে তিনি তাঁদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। ভাষণ প্রসঙ্গে তিনি বললেন, আমার সামনে বেহেশত ও দোযখের ছবি তুলে ধরা হয়েছে। ভাল-মন্দের নিদর্শন আজকের ন্যায় আর দেখিনি। আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তবে অবশ্যই তোমরা খুব কম হাসতে এবং বেশি পরিমাণ কাঁদতে। আনাস (রা) বলেন, রাসূল ﷺ-এর সাহাবীদের ওপর দিয়ে এর চেয়ে কঠিন দিন আর অতিবাহিত হয়নি। তিনি বলেন, তাঁরা তাঁদের মাথা ঢেকে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছিলেন।

অন্য একটি হাদিসে বলা হয়েছে,

عَنْ أبِي ذَرٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلَّمَ : إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ ، وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ ، إِنَّ السَّمَاءَ أَطَّتْ ، وَحَقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ ، مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلاَّ وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلَّهِ ، وَاللَّهِ لَوْ تَعْلمونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً ، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا ، وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ ، وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ ، تَجْأَرُونَ إِلَى اللهِ ، وَاللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ شَجَرَةً تُعْضَدُ.

আবু জার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল ﷺ বলেছেন, আমি (অদৃশ্য জগতের) যা দেখি তোমরা তা দেখ না, আর আমি যা শুনতে পাই তোমরা তা শুনতে পাও না। আসমান তো চড়চড় শব্দ করছে, আর সে এই শব্দ করার যোগ্য। তাতে এমন চার আঙ্গুল পরিমাণ স্থানও নেই যেখানে কোনো ফেরেশতা আল্লাহর জন্য অবনত মস্তকে সিজদায় পড়ে না আছে। আল্লাহর শপথ!

আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তবে তোমরা কমই হাসতে, বেশি কাঁদতে এবং বিছানায় স্ত্রীদের উপভোগ করতে না, বাড়ি-ঘর ছেড়ে পথে-প্রান্তরে বেরিয়ে পড়তে, আল্লাহর সামনে কাকুতি মিনতি করতে। রাবী বলেন, আমার মন চায় যদি আমি বৃক্ষ হতাম আর তা তো কেটে ফেলা হতো।[২১]

আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনকারীর মর্যাদায় রাসূল ﷺ বলেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ ، وَلاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدُخَانُ نَارِ جَهَنَّمَ.

আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদে সে দোযখে যাবে না, যেরূপ দোহন করা দুধ পুনরায় স্তনে ফিরিয়ে নেয়া যায় না। আর আল্লাহর পথে জিহাদের ধুলা এবং জাহান্নামের ধোঁয়া কখনও একত্র হবে না।[২২]

আল্লাহর ভয়ে অশ্রু বিসর্জনকারীকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন আরশের নিচে ছায়া দেবেন। যেমনঃ হাদিসে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي عَنْ أَبِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ

---

২১ . মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, অধ্যায়ঃ জুহুদ, অনুচেছদঃ আল-হুজন ওয়াল বুকায়ি, খ. ৫ম, পৃ. ২৮৩, হাদিস নং. ৪১৯০

২২. তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায়ঃ জুহুদ, অনুচ্ছেদঃ মা যায়া ফি ফাদলিল বুকা মিন খাশইয়াতিল্লাহ, খ. ৪র্থ, পৃ. ৫৫৫, হাদিস নং. ২৩১১। তিরমিযী হাদিসটিকে হাসান ও সহীহ বলেছেন। আলবানি হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।

আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন: সাত শ্রেণির লোককে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাঁর আরশের নিচে ছায়া দান করবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না। (এই সাত প্রকার লোক হচ্ছে) ১. ন্যায়পরায়ণ শাসক, ২. যে যুবক আল্লাহ্র ইবাদতের মাধ্যমে তার যৌবনকাল অতিবাহিত করেছে, ৩. যে ব্যক্তির মন মসজিদের সাথে বাঁধা, ৪. যে দু'ব্যক্তি আল্লাহ্রই উদ্দেশ্যে একে অপরকে ভালোবাসে এবং তারা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেই মিলিত হয়, আবার আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেই বিচ্ছিন্ন হয়, ৫. যে ব্যক্তি মর্যাদাসম্পন্না রূপসী নারীর আহ্বানকে এই বলে প্রত্যাখ্যান করে, "আমি আল্লাহকে ভয় করি" ৬. যে ব্যক্তি এমন গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত কি খরচ করছে তা তার বাম হাত জানতে পারে না এবং ৭. যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রুধারা বইতে থাকে।[২৩]

১.৫ সাহাবাগণের কান্না

রাসূল ﷺ এর সাহাবারা আল্লাহ্র ভয়ে কাঁদতেন এবং বিনয়ী থাকতেন। যেমন: হাদিসে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَتَاهُ بِلاَلٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلاَةِ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ قُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ إِنْ يَقُمْ مَقَامَكَ يَبْكِي فَلاَ يَقْدِرُ عَلَى الْقِرَاءَةِ قَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ فَقُلْتُ مِثْلَهُ فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ ، أَوِ الرَّابِعَةِ إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ

---

২৩. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আল-জামে' আল-মুসনাদ আস-সহীহ আল মুখতাছার মিন উমুরি রাসূলিল্লাহ (সা) ওয়া সুনানিহী ওয়া আইয়্যামিহী* (বৈরূত: দারু ইবন কাছীর, ৩য় সং, ১৯৭৮), অধ্যায়: আযান, অনুচ্ছেদ: মান জালাসা ফিল মাসজিদি ইয়ানতাজিরুস সালাত, খ. ৩য়, পৃ. ৫১, হাদিস নং. ৬২০

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে পীড়ায় নবী ﷺ ইন্তেকাল করেন, সেই পীড়ায় তিনি আক্রান্ত তখন এক সময়ে বেলাল (রা) তাঁকে নামাজের সময় হয়েছে এই কথা অবহিত করতে গেলে রাসূল ﷺ বললেন, আবু বকরকে বল লোকদেরকে নিয়ে নামাজ আদায় করতে। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম আবু বকর নরম স্বভাবের অধিকারী। আপনার পরিবর্তে আপনার জায়গায় নামাজ পড়াতে দাঁড়ালে কেঁদে ফেলবেন এবং সেজন্য কুরআন পড়তে সক্ষম হবেন না। (একথা শুনে) তিনি আবার বললেন, আবু বকরকে নামাজ পড়াতে নির্দেশ দাও। আয়েশা (রা) বলেন, আমি আবার আগের মতো বললাম। তিনি তৃতীয়বার কিংবা চতুর্থবার বললেন। তোমরা দেখছি ইউসুফের সময়কার সেই মেয়েদের মত। আবু বকরকে বল, সে ইমাম হয়ে নামাজ আদায় করুক।[২৪]

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم- لِعُمَرَ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ نَزُورُهَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم- يَزُورُهَا. فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهَا بَكَتْ فَقَالاَ لَهَا مَا يُبْكِيكِ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ مَا أَبْكِى أَنْ لاَ أَكُونَ أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم وَلَكِنْ أَبْكِى أَنَّ الْوَحْىَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ. فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ فَجَعَلاَ يَبْكِيَانِ مَعَهَا.

আবু বকর (রা) রাসূল ﷺ এর মৃত্যুর পর উমর (রা)-কে বললেন, রাসূল ﷺ যেভাবে উম্মে আইমানের সাথে সাক্ষাৎ করতে যেতেন চল আমরাও তেমন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে আসি। আনাস (রা) বলেন, আমরা যখন উম্মে আইমানের নিকট পৌঁছালাম তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন। আবু বকর ও উমর (রা) তাঁকে বললেন, আপনি কাঁদছেন কেন? আল্লাহর কাছে তো তাঁর রাসূলের ﷺ জন্য কল্যাণকর জিনিসই রয়েছে। উত্তরে তিনি বললেন,

---

[২৪]. বুখারী, ***আস-সহীহ***, অধ্যায়ঃ আজান, অনুচ্ছেদঃ মান আসমায়ান নাসু তাকবিরুল ইমাম খ. ৩য়, পৃ. ২৩৯, হাদিস নং. ৬১৪৭

আমি এজন্য কাঁদছি না যে, আল্লাহর কাছে তাঁর রাসূলের ﷺ জন্য কি রয়েছে বরং আমি এজন্যই কাঁদছি যে আসমান থেকে ওহী আসা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল। আনাস (রা) বলেন, তাঁর এ কথায় তাঁদের দুজনেরও কান্না এসে গেল এবং তাঁরাও তাঁর সাথে কাঁদতে লাগলেন।[২৫]

১.৬ কান্নার ব্যাপারে সালফে সালেহীনদের বক্তব্য

সালফে সালেহীনগণ কুরআন তেলাওয়াতের সময়, নামাজে ও অন্যান্য সময়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও তাঁর শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কান্নাকাটি করতেন। যার অসংখ্য প্রমাণ ইতিহাসের গ্রন্থাবলিতে পাওয়া যায়। সালফে সালেহীনগণের কান্নার কয়েকটি নমুনা নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

শাদ্দাদ (র) বর্ণনা করেন, আমি শেষ কাতারে থেকেও নামাজের মধ্যে উমরের কাঁদার শব্দ শুনেছি। তিনি সে সময় কুরআনের আয়াত

إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ

"আমি আমার চরম দুঃখ ও মনোকষ্টের অভিযোগ আমার প্রভু আল্লাহর কাছে পেশ করছি" অর্থাৎ সূরা ইউসুফ পড়ছিলেন।

বিখ্যাত তা'বেয়ী আতা ইবনে আবী রাবাহ (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,

"আমি আব্দুল্লাহ ইবন আমরের জন্য সুরমা প্রস্তুত করতাম, তিনি বাতি নিভিয়ে দিয়ে কান্না শুরু করতেন। এমনকি তাঁর চক্ষুদ্বয় পানিতে ভেসে যেত।"[২৬]

ইবন উমর (রা) যখন কুরআনের এ আয়াত পড়তেন

---

[২৫]. মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায়ঃ ফাদায়েল, অনুচ্ছেদঃ ফাদায়েলে উম্মে আইমান (রা) খ. ৭ম, পৃ. ১৪৪, হাদিস নং, ৬৪৭২

[২৬]. আয-যাহাবী, শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ, *তারিখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাত আল-মাশাহীর ওয়াল আ'লাম*, (বৈরূতঃ দারুল কিতাব আল-আরাবি, ১ম সং ১৯৮৭), খ. ৫ম, পৃ. ১৬৫

﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾

ঈমান গ্রহণকারীদের জন্য এখনও কি সে সময় আসেনি যে, আল্লাহর স্মরণে তাদের মন বিগলিত হবে, তাঁর নাযিলকৃত মহাসত্যের সামনে অবনত হবে। এবং তারা সেসব লোকদের মতো হবে না যাদেরকে ইতিপূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছিল। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে তাদের মন কঠোর হয়ে গিয়েছে এবং আজ তাদের অধিকাংশই ফাসেক হয়ে গেছে।"[২৭] তখন তিনি আল্লাহর ভয়ে শুধু কাঁদতেই থাকতেন।[২৮]

তা'বেয়ী আবু রাজা আল আতারুদী (র) বলেন,

আমি ইবনে আব্বাস (রা) এর দু'চোখের নিচে কাঁদার কারণে জুতার ফিতার ন্যায় চিহ্ন দেখেছি।[২৯]

বিখ্যাত তা'বেয়ী কাতাদাহ ইবনে দি'আমাহ আস-সাদূসী (র) বলেন,

আলা ইবন যিয়াদ এতই কাঁদতেন যে, তাঁর চোখ আচ্ছন্ন হয়ে আসত। তিনি যখন কিছু পড়তে এবং বলতে চাইতেন তখন তাঁর খুব বেশি কান্না পেত, আর তাঁর পিতা যিয়াদ ইবন মাতার কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।[৩০]

আব্দুল্লাহ ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে উমর (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি যখন কুরআনের এ আয়াত তেলাওয়াত করতেন

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا

(অতঃপর যখন আমরা প্রত্যেক উম্মত হতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং আপনাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব তখন কি অবস্থা

---

[২৭]. আল-কুরআন, সূরা হাদীদ, ৫৭: ১৬
[২৮]. ইবনুল আছির, *উসদুল গাবা*, খ. ২য়, পৃ. ১৫৪
[২৯]. আয-যাহাবী, *তারীখুল ইসলাম*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৫৮
[৩০]. প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৪৫

হবে? [৩১]) তখন কাঁদতে শুরু করতেন এমনকি তাঁর চোখের পানি তাঁর দাড়ি ভিজে বক্ষে মিলিত হতো। তখন লোকেরা আমাকে বলত সংক্ষেপ কর তুমি বৃদ্ধ লোকটাকে কষ্ট দিচ্ছ।

কা'বিল আহবার বলেন, আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন আমার নিকট আমার নিজের ওজনের সমপরিমাণ স্বর্ণ সদকাহ্ করার চেয়েও বেশি প্রিয় ছিল।[৩২]

মুগিরা (র) বলেন, "ইব্রাহিম আত-তাইমি (র) যখন আবি ওয়ায়েলের বাড়িতে কুরআন সুন্নাহর উপদেশ দিচ্ছিলেন আর আবু ওয়ায়েল তখন পাখির মত চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত করছিলেন।"

কাসিম আল-আরাজ (র) বলেন, বিখ্যাত তাবেয়ী সাঈদ ইবনে যুবাইর (র) রাত্রে কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে যান।

শুবা (র) বলেন, সাবেত ইবনে আসলাম (র) এত বেশি কাঁদতেন যে, কাঁদতে কাঁদতে তিনি বাঁকা হয়ে গিয়েছিলেন।

হাম্মাদ ইবনে সালামাহ (র) বলেন, সাবেত আলবানী (র) রাত্রের নামাজে (তাহাজ্জুদ) বার বার সূরা কাহাফের এ আয়াত পড়তে ভালবাসতেন-

﴿قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا﴾

(তার সঙ্গী তাকে কথা প্রসঙ্গে বলল, তুমি তাকে অস্বীকার করছ, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর পূর্ণাঙ্গ করেছেন তোমাকে মানবাকৃতিতে) [৩৩] এবং কাঁদতেন।

হাম্মাদ ইবনে সালামাহ (র) আরো বলেন,

একদিন আমাদের মাঝে মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির (র) রাত্রে নামাজ পড়ছিলেন এবং এত বেশি কাঁদছিলেন যে পরিবারের লোকেরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে তাঁকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি ভয়ে কোনো কথা বলতে পারছিলেন না। তখন তারা আবু হাজমকে (র) ডেকে পাঠালে তিনি এসে

---

[৩১]. আল-কুরআন, সূরা নিসা, ৪:৪১

[৩২]. আল-ওয়াফি বিল ওফায়াত, লিস-সাফাদি, (http://www.alwarraq.com)

[৩৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-কাহফ, ১৮:৩৭

কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমি আল্লাহর ভয়ে একটি আয়াত তেলাওয়াত করতে পারছিলাম না সেটা হলো :

﴿وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾

(যদি গোনাহগারদের কাছে পৃথিবীর সবকিছু থাকে এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরও থাকে, তবে অবশ্যই তারা কেয়ামতের দিন সে সবকিছুই নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে দিতে চাইতো। অথচ তারা দেখতে পাবে, আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন শাস্তি, যা তারা কল্পনাও করতে পারত না।)[৩৪] এ আয়াত শুনে আবু হাজম সহ তারা দুজনই কাঁদতে লাগলেন।

সুফিয়ান আস-সাওরী (র) বলেন,

"মুহাম্মদ ইবনু মুনকাদির বলেছেন, যখন কেউ কাঁদতে শুরু করে এবং তার চোখের পানি তার মুখমণ্ডল এবং দাঁড়ি স্পর্শ করে, তা আল্লাহর নিকট পৌঁছে যায়। আর চোখের পানি স্পর্শ করা জায়গাগুলো জাহান্নামের আগুন কখনও স্পর্শ করতে পারবে না।"

আবি নযর ইসহাক ইবনে ইব্রাহিম (র) বলেন,

আমি শুনেছি নামাজের সময় সাঈদ ইবনে আব্দিল আযীযের (র) নামাজের মাদুর চোখের পানিতে ভিজে যেত। আব্দুর রহমান আল-আসাদী বলেন, আমি সাঈদ ইবনে আব্দিল আযীযকে জিজ্ঞাসা করেছি জায়নামাজে এটা কিসের পানি? তিনি বলেন, হে আমার ভাই! এটা আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না। তিনি বলেন, আমি এজন্য জিজ্ঞাসা করছি সম্ভবতঃ এখান থেকে আমি উপকৃত হতে পারব। তিনি বলেন, আমি যখন নামাজে দাঁড়াই তখন আমার শুধু জাহান্নামের কথা ছাড়া আর কিছুই স্মরণ হয় না।

---

[৩৪]. আল-কুরআন, সূরা যুমার, ৩৯:৪৭

হাসান ইবনে আরাফাতা (র) বলেন, আমি ইয়াযিদ ইবনে হারুনকে (র) দেখেছি দুচোখবিশিষ্ট অনেক সুন্দর চেহারার লোক হিসেবে। কিছুদিন পরে দেখলাম তাঁর একটি চোখ, তারপর দেখলাম তিনি অন্ধ হয়ে গেছেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবু খালেদ! আপনার সুন্দর চোখ দুটির কি হলো? তিনি বললেন, ভোর রাতে কেঁদে কেঁদে চোখ দুটি অন্ধ হয়ে গেছে।[৩৫]

সুফিয়ান আস-সাওরী বলেন, কান্নার ১০টি অংশ রয়েছে। একটি অংশ আল্লাহর জন্য, বাকি ৯টি অংশ অন্যদের জন্য। যখন আল্লাহর অংশ বছরে একবার আদায় হয় তখন সেটাই অনেক বেশি হয়ে যায়।[৩৬]

আব্দুল্লাহ ইবনে উতবাহ নিজের ভুলের (গোনাহর) কথা স্মরণ করে শুধু কাঁদতেন আর আফসোস করে বলতেন, হায় আমার আত্মার আফসোস! কোন জিনিসের কারণে তুমি আমার রবের সীমালঙ্ঘন করেছিলে? শুধুমাত্র আমার রবের নিয়ামত আমার কাছে থাকার কারণে তোমার এই অবাধ্যতা!

ইমাম শাফে'য়ী (র) মৃত্যুর আগে যখন অসুস্থ হয়ে যান তখন কিছু লোক তাঁকে দেখতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কেমন আছেন? তিনি বললেন, দুনিয়াটাতো মুসাফিরের মতো কাটালাম, এখন যাওয়ার সময়, আমার ভাল এবং মন্দ কাজের প্রতিদান তো আল্লাহর ইচ্ছার ওপর। আমি জানি না আমার মৃত্যুর পরে আমাকে কি জান্নাতের নিয়ামত ভোগ করতে দেওয়া হবে না জাহান্নামের আযাব ভোগ করতে হবে? এরপর তিনি অঝোরে কান্না শুরু করলেন।[৩৭]

---

[৩৫].সিয়ারে 'আলামুন নুবালা, ইমাম আয-যাহবী, তাঁ থেকে মানজিদ আল-খতিব, আহমাদ সাকর আস সুয়াইদি, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৬-৪৬৩।

[৩৬]. এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়, তাহলো আমরা আমাদের পার্থিব নানা সুখ, দুঃখ, বেদনা ও হারানোর জন্য কেঁদে থাকি কিন্তু সারা বছর একবারও কি আল্লাহর ভয়ে কেঁদেছি?

[৩৭]. হায়্যা বিনা নুমিনু সা'আতান, লিসাঈদ আব্দিল আজিম, দারুল ঈমান আল- ইসকান্দারিয়া, আল-ইকদুল ফারিদ, লি ইবনে আব্দি রব্বিহী, তাহকীক, মুহাম্মাদ আব্দুল কাদের শাহীন, ১ম সংস্করণ, ১৪১২ হিজরী, ১৯৯২ সাল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২. ইসলামী শরীয়াত যে সকল জায়গায় কান্নাকে উৎসাহিত করেছে ও অনুমোদন দিয়েছে

ইসলামী শরীয়াত কান্নাকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি কান্নার সীমারেখা অর্থাৎ এর বিধি বিধানও বর্ণনা করেছে। যে সকল সময় কান্নার ব্যাপারে শরীয়াতের অনুমোদন রয়েছে সে রকম কিছু সময় ও স্থান নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

২.১ কুরআনুল কারীম তেলাওয়াতের সময়

কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত ঐশী বাণী। কাজেই তেলাওয়াত করা ও শোনার সময় গভীর মনোযোগ দিতে হবে। আল্লাহ্ বলেন,

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾

এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য, যার অনুধাবন করার মতো অন্তর রয়েছে। অথবা সে নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করে।[৩৮]

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন,

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾

"তারা কি কুরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে না, না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?" [৩৯]

আল্লাহর কালাম তেলাওয়াতের সময় কান্নার অবস্থা সৃষ্টি হওয়া প্রশংসনীয় এবং সকল নবীগণের সুন্নাত।[৪০] রাসূল ﷺ কুরআন তেলাওয়াত করার সময় কাঁদতেন।[৪১]

---

৩৮. আল-কুরআন, সূরা ক্বাফ ৫০: ৩৭

৩৯. আল-কুরআনুল কারীম, সূরা,মুহাম্মাদ, আয়াত,২৪।

৪০. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন আবি বকর কুরতুবী, ***আল-জামি'লি আহকামিল কুরআন*** (কায়রো : দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যা, ২য় সং, ১৯৬৪), খ. ১১শ, পৃ. ১২০-১২১

৪১. বুখারী, ***আস-সহীহ,*** অধ্যায়ঃ ফাযায়িলুল কুরআন, অনুচ্ছেদঃ কওলুল মুকরিয়্যু লিল কারী হাসবুক, খ. ৪র্থ, পৃ. ১৯২৫, হাদিস নং. ৪৭৬৩

معالم التنزيل তাফসীরে বলা হয়েছে,

البكاء مستحب عند قراءة القرآن

কুরআন তেলাওয়াতের সময় ক্রন্দন করা মুস্তাহাব।[৪২]
এ সম্পর্কে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَابْكُوا ، فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا.

নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা কুরআন তেলাওয়াত কর ও কান্না কর, যদি তোমাদের কান্না না আসে তাহলে কান্নার ভান কর।[৪৩]

২.২ নামাজের সময় কান্নাঃ

নামাজের যেমন ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত রয়েছে তেমনি নামাজের প্রাণ হলো বিশুদ্ধ নিয়্যাত, একনিষ্ঠতা, আল্লাহর ভয় এবং বিনয়। তাই নামাজ আদায়ের সময় আল্লাহর ভয়ে কান্নাকাটি করাটা স্বাভাবিক। জাসসাস (র) বলেন,[৪৪]

أنَّ البكاءَ في الصَّلاةِ من خوفِ الله لا يقطعُ الصلاةَ ؛ لأن اللهَ مدَحَهم عليه.

নামাজের মধ্যে আল্লাহর ভয়ে কান্নাকাটি নামাজ বিনষ্ট করে না;
কেননা আল্লাহ তাঁদের প্রশংসা করেছেন।

---

[৪২]. মুহিউস সুন্নাহ আবু মুহাম্মাদ আল হুসাইন আল-বাগাভী, ***মা'আলিমুত তানযিল*** (দারু তয়্যিবা, ৪র্থ সং, ১৯৯৭), খ. ৫ম, পৃ. ১৩৬
[৪৩]. আবু বকর আহমদ ইবন আমর বাজ্জার, ***মুসনাদে বাজ্জার*** (আল-মদিনাতুল মুনাওয়ারাহ, মাকতাবাতুল উলুমি ওয়াল হুকমি, ১ম সং, ১৯৮৮-২০০৯), খ. ১ম, পৃ. ২১৭
[৪৪]. আহমদ ইবন আবু বকর রাযী আল-জাসসাস, ***আহকামুল কুরআন*** (বৈরূত: দারু ইয়াহইয়া আত-তুরাছিল আরাবী, ১৪০৫হি.), খ. ৫ম, পৃ. ৩৭

নামাজের ভিতর কান্নাকাটির শরয়ী বিধানঃ

নামাজের ভিতর কান্নাকাটি করলে নামাজ বিনষ্ট হবে কি না এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।[৪৫]

ইমাম আযম আবু হানিফা (র)-এর মতে,

পার্থিব দুঃখ, বেদনা ও কষ্টের কারণে নামাজের ভিতরে কান্নাকাটি করলে নামাজ বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর নামাজের কান্না যদি জান্নাত ও জাহান্নামের স্মরণে হয় তাহলে নামাজ বিনষ্ট হবে না।

ইমাম মালেক (র) বলেন, নামাজের ভিতরে কান্না যদি শব্দবিহীন হয় এবং সেটা ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছাকৃত হোক পার্থিব কারণে হোক বা পরকালের কারণে হোক নামাজ বাতিল হবে না। আর কান্না যদি ইচ্ছাকৃতভাবে শব্দ করে হয় তাহলে যে কারণেই হোক নামাজ বাতিল হবে। আর আল্লাহর ভয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে শব্দ করে কান্নাকাটি করলে নামাজ বিনষ্ট হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, কান্না যদি শব্দ করে হয় এবং তেলাওয়াত পরিবর্তন হয়ে যায় তাহলে পরকালের ভয়ে কান্নাকাটি হলেও নামাজ বাতিল হবে। আর যদি তেলাওয়াত পরিবর্তন না হয় তাহলে নামাজ শুদ্ধ হবে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আল্লাহর ভয়ে কান্নাকাটি করলে নামাজ বিনষ্ট হবে না। অন্যদিকে আল্লাহর ভয় না থাকলে নামাজ বিনষ্ট হয়ে যাবে।

২.৩ কবরের আযাব ও তার ভয়াবহতার জন্য ক্রন্দন

মৃত্যুর পরবর্তীকালের বর্ণনা প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন ও হাদিসে কবরের বর্ণনা এসেছে। প্রাক ইসলামী যুগে আরবের পৌত্তলিকগণ এবং ইয়াহুদী ও নাসারা নির্বিশেষে সকলেরই মৃতদেহ কবরস্থ করত। স্থূল ও বাহ্য দৃষ্টিতে কবর একটি মৃত্তিকাগর্ত মাত্র যার মধ্যে মৃতদেহ সমাহিত করা হয়। মাটি সে

---

[৪৫]. সম্পাদনা পরিষদ, *আল মাওসুয়াতুল ফিকহিয়্যা* (কুয়েতঃ ওযারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুয়ুনুল ইসলামিয়া, ১৪০৪-১৪২৭হি.), খ. ৮ম, পৃ. ১৭০-১৭১

মৃতদেহ ভক্ষণ করে ফেলে। কিন্তু সত্যিকার কবর এক অদৃশ্য সূক্ষ্ম জগতের বস্তু। যা আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি ও কল্পনার অতীত।

আসল কথা হলো এই যে, মৃত্যুর পর মানুষ কবরস্থ হোক অথবা চিতায় ভস্মিভূত হোক, বন্য জন্তুর উদরস্থ হোক অথবা জলমগ্ন হয়ে জলজন্তুর আহারে পরিণত হোক, তার দেহচ্যুত আত্মাকে যে স্থানটিতে রাখা হবে সেটাই তার কবর। ফেরাউন তার বাহিনীসহ লোহিত সাগরের অতল তলে নিমজ্জিত হয়েছে। বিরাট বাহিনী হয়তো জলজন্তুর আহারে পরিণত হয়েছে। আর ফেরাউনের মৃতদেহ হাজার হাজার বছর ধরে মিসরের জাদুঘরে আছে। যাকে কেউ ইচ্ছা করলে এখনো স্বচক্ষে দেখতে পারে। কিন্তু তাদের সকলেরই আত্মা নিজ নিজ কবরেই অবস্থান করছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেনঃ

فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ - النَّارُ يُعْرَضُونَ

عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ

অর্থঃ "শেষ পর্যন্ত তারা ঐ ঈমানদারদের বিরুদ্ধে যেসব জঘন্য চক্রান্ত করেছে আল্লাহ তা'আলা তাকে তা থেকে রক্ষা করেছেন। আর ফেরাউনের সাঙ্গপাঙ্গরাই জঘন্য আযাবের চক্রে পড়ে গিয়েছে। সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের আগুনের সামনে পেশ করা হয়[৬৬] এবং যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে,

[৬৬]. আল্লাহ তা'আলা এখানে সুস্পষ্ট ভাষায় আযাবের দু'টি পর্যায়ের উল্লেখ করেছেন। একটি হচ্ছে কম মাত্রার আযাব যা কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে ফেরাউনের অনুসারীদের দেয়া হচ্ছে অর্থাৎ তাদেরকে সকাল সন্ধ্যায় দোযখের আগুনের সামনে পেশ করা হয় আর ঐ আগুন দেখে তারা সর্বক্ষণ আতঙ্কিত হয়ে কাটায় এই ভেবে যে, এ দোযখেই শেষ পর্যন্ত তাদেরকে যেতে হবে। এরপর কিয়ামত আসলে তাদেরকে তাদের জন্য নির্ধারিত সত্যিকার ও বড় আযাব দেয়া হবে। এ ব্যাপারটি কেবলমাত্র ফেরাউন ও তার অনুসারীদের জন্য নির্দিষ্ট নয়। বরং সকল মানুষের জন্যই এরূপ। রাসূল (সা) বলেছেন,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا

مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ

أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، يُقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

সেদিন আদেশ করা হবে, ফেরাউন গোত্রকে কঠিনতর আযাবে দাখিল কর।"[৪৭]

মৃত্যুর পরই কবরে পাপীদের শাস্তি ও নেককার বান্দাদের শান্তি শুরু হবে। পাপীদের কবরের আযাব বা শাস্তি হবে ভয়াবহ।

তাই ইসলাম আমাদের কবরের আযাব ও তার ভয়াবহতা থেকে পানাহ চাওয়ার জন্য বলেছেন। রাসূল ﷺ সর্বদা কবরের আযাব ও তার ভয়াবহতার জন্য কাঁদতেন।[৪৮]

কবরের আযাব থেকে বাঁচার জন্য রাসূল ﷺ এর নির্দেশনা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা যখন কেউ নামাযে তাশাহুদ পড় তখন চারটি জিনিস থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করা চাই। এই বলে দো'আ করবে, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জাহান্নাম ও কবরের আযাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং মাসীহ দাজ্জালের ফিতনার ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[৪৯]

"আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেনঃ তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তিই মারা যায় তাকেই সকাল ও সন্ধ্যায় তার শেষ বাসস্থান অর্থাৎ জান্নাত ও জাহান্নাম দেখানো হতে থাকে। সে জান্নাতী হওয়ার উপযুক্ত হলে জান্নাতী এবং দোযখী হওয়ার উপযুক্ত হলে দোযখে তার জায়গা দেখানো হবে। তাকে বলা হবে কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তোমাকে পুনরায় জীবিত করবেন, তখন তোমাকে আল্লাহ যে জায়গা দান করবেন, এটা সেই জায়গা।" সহীহ বুখারী, অধ্যায়ঃ জানায়েয, অনুচ্ছেদঃ আল-মায়্যিতু উ'রদু আলাইহি মাক'আদাহু বিল গদাতি ওয়াল 'আশিয়্যি,

[৪৭]. আল-কুরআন, সূরা আল-মুমিন, ৪০: ৪৫-৪৬

[৪৮]. আবু আবদুল্লাহ আহমদ ইবন হাম্বল, *মুসনাদ*, অধ্যায়ঃ জুহদ, অনুচ্ছেদঃ আল-হুযন ওয়াল বুকা, খ. ৪র্থ, পৃ. ২৯৪, হাদিস নং ১৮৬২৪। আলবানি হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৪৯]. মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায়ঃ মাসাজিদ, অনুচ্ছেদঃ মা ইউসতায়াজু মিনহু ফিস সালাত, খ. ২য়, পৃ. ৯৩, হাদিস নং. ১৩৫২

২.৪ বিশেষ কোনো বিষয়ে আল্লাহর সাহায্য চেয়ে কান্না

বিশেষ কোনো কাজে সফলতা অর্জনের জন্য দু'আ করার সময় আল্লাহর সাহায্য চেয়ে কান্নাকাটি করার অনুমোদন ইসলামে রয়েছে। যার প্রমাণ আমরা আল্লাহর রাসূলের ﷺ জীবনে পাই, যেমন বদর যুদ্ধের আগের দিনের ক্রন্দন। আলী ইবন আবি তালিব (রা) থেকে বর্ণিত,

عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : مَا كَانَ فِينَا فَارِسٌ يَوْمَ بَدْرٍ غَيْرُ الْمِقْدَادِ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا فِينَا قَائِمٌ إِلاَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي تَحْتَ شَجَرَةٍ وَيَبْكِي حَتَّى أَصْبَحَ

তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন মিকদাদ (রা) ছাড়া আমাদের আর কেউ অশ্বারোহী ছিল না। আমরা দেখলাম রাসূল ﷺ একটি গাছের নিচে দাঁড়িয়ে সারারাত নামাজ পড়ছেন আর কাঁদছেন এ অবস্থায় সকাল হয়ে গেল।।[৫০]

২.৫ কবর যিয়ারতের সময় ক্রন্দন

কবর যিয়ারত করলে মন নরম হয় এবং মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়। এছাড়াও আশা ছোট হয়, দুনিয়ার প্রতি আসক্তি কমে, চোখে কান্না আসে, উদাসীনতা দূর হয় এবং ইবাদাতের জন্য চেষ্টার আগ্রহ জাগে। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ، فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلَا تَشْرَبُوا لَكُمْ، مُسْكِرًا» قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي رِوَايَتِهِ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ،

"ইবনে বুরাইদাহ তার পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করেন তার পিতা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত নিষেধ করেছিলাম, এখন যিয়ারত কর। আমি তোমাদেরকে কুরবানীর গোশত তিন দিনের বেশি সংরক্ষণ করতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমাদের যতদিন

---

৫০. আবু ইয়ালা আহমদ ইবন আলী, *মুসনাদে আবু ইয়ালা* (আল-মাকতাবাতুশ শামেলাহ), খ. ১ম, পৃ. ১৭৫, হাদিস নং. ২৮০

প্রয়োজন তা সংরক্ষণ কর। আমি তোমাদেরকে ‘নবীয’ করতে নিষেধ করেছিলাম শুধুমাত্র পান করার জন্য ছাড়া। অতএব তোমরা সকল পাত্রে পান কর তবে নিশা জাতীয় জিনিস পান কর না।”[৫১]

তিনি আরো বলেন,

عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "زوروا القبور فإنها تذكر الموت".

আবু হুরাইরা (রা) রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেন, “তোমরা কবর যিয়ারত কর। কবর যিয়ারত মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়।”[৫২]

নবী ﷺ বলেন,

عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً»

আবু বুরাইদাহ (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন, “আমি তোমাদের কবর যিয়ারতে নিষেধ করেছিলাম, এখন যিয়ারত কর, কবর যিয়ারতে রয়েছে শিক্ষা ও উপদেশ।”[৫৩]

কবর যিয়ারত মানুষকে তাঁর নিজের মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাই কবর যিযারতের সময় আল্লাহর ভয়ে কান্নাকাটি করার অনুমোদন ইসলামে রয়েছে। রাসূল ﷺ কবর যিয়ারতের সময় কাঁদতেন।[৫৪]

---

[৫১]. মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায়ঃ জানায়েয, অনুচ্ছেদঃ ইসতিযানু নাবী রব্বাহু আয্যা ওয়া জাল্লা ফি যিয়ারাতি কবরি উম্মিহি, খ. ২য়, পৃ. ৬৭২, হাদিস নং. ৯৭৭

[৫২]. মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায়ঃ জানায়েয, অনুচ্ছেদঃ ইসতিযানু নাবী রব্বাহু আয্যা ওয়া জাল্লা ফি যিয়ারাতি কবরি উম্মিহি, খ. ২য়, পৃ. ৬৭১, হাদিস নং. ৯৭৬

[৫৩]. আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায়ঃ জানায়েয, অনুচ্ছেদঃযিয়ারতুল কুবুর, খ. ৩য়, পৃ. ২১৮, হাদিস নং. ৩২৩৫

[৫৪]. মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায়ঃ জানায়েয, অনুচ্ছেদঃ ইসতিযানু নাবী রব্বাহু আয্যা ওয়া জাল্লা ফি যিয়ারাতি কবরি উম্মিহি, খ. ৩য়, পৃ. ৬৫, হাদিস নং. ২৩০৪

২.৬ সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুর পরে ক্রন্দন

সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুর পরে কান্নাটা স্বাভাবিক ব্যাপার। তাই শরী'আহ এ ক্ষেত্রে কান্নার অনুমতি দিয়েছে। স্বয়ং রাসূল ﷺ থেকে তাঁর ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুর পর কান্নার উদাহরণ রয়েছে।[৫৫] রাসূল ﷺ এর চাচা হামজা (রা) এর শাহাদাতের পর যখন তাঁর নাক, কান কেটে বিকৃত করা হয়েছিল তখনও রাসূল ﷺ এই পৈচাশিকতা দেখে কেঁদেছিলেন।[৫৬]

২.৭ প্রাকৃতিক বিপদ আপদে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে কান্না

প্রাকৃতিক বিপদ আপদের ক্ষতি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহর সাহায্য চেয়ে কান্নাকাটি করা উচিত। রাসূল ﷺ আমাদের এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন হাদিসে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَطَالَ الْقِيَامَ ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ - قَالَ شُعْبَةُ : وَأَحْسَبُهُ قَالَ : فِي السُّجُودِ نَحْوَ ذَلِكَ - وَجَعَلَ يَبْكِي فِي سُجُودِهِ وَيَنْفُخُ

আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা) বলেন, রাসূল ﷺ এর যুগে সূর্য গ্রহণ হলে রাসূল ﷺ নামাজ পড়লেন এবং তাতে দীর্ঘ কিয়াম করলেন। অতঃপর রুকুতে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করলেন, এরপর রুকু থেকে উঠে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। (অধস্তন রাবী) শো'বা বলেন, আমার ধারণামতে তিনি

---

[৫৫]. বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায়ঃ জানায়িয, অনুচ্ছেদঃ কওলুন্নাবী (সা) ইন্না বিকা লা মাহযুনুন, খ. ৫ম, পৃ. ৫৭, হাদিস নং. ১২২০

[৫৬]. ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, অধ্যায়ঃ জানায়েয, অনুচ্ছেদঃ মা যায়া ফিল বুকা আলাল মায়্যিত, খ. ২য়, পৃ. ৫২৫, হাদিস নং. ১৫৯১, আলবানি বলেন, হাদিসটি হাসান সহীহ।

(আতা) সিজদার ব্যাপারেও অনুরূপ বলেছেন। তিনি সিজদার অবস্থায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছেন।"[৫৭]

২.৮ অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গিয়ে কান্না

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করে থাকেন। তেমনি রোগের মাধ্যমে মু'মিন ব্যক্তিকে পরীক্ষা করা হয়। কোনো মানুষ যখন অসুস্থ হবে, তখনই তার প্রতিবেশির দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো তার সেবা শুশ্রূষা করা। কেননা অসুস্থ ব্যক্তির হকই হলো তার সেবা যত্ন করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ» قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: «إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَسَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ»

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুসলমানের একের ওপর অন্যের ছয়টি হক রয়েছে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ সেগুলো কী? রাসূল ﷺ বলেছেন, যখন তুমি কোনো মুসলমানের দেখা পাবে, তখন সালাম দিবে। যখন কেহ তোমাকে দাওয়াত দেয়, তার দাওয়াত কবুল করবে। কেউ উপদেশ চাইলে তাকে উপদেশ দিবে। হাঁচি দিয়ে যখন 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে তুমি তার জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলবে। অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাবে। আর কেউ মরে গেলে তার জানাজা ও দাফনে শরীক হবে।[৫৮]

---

[৫৭]. আন-নাসায়ী, *আস-সুনান*, অধ্যায়ঃ খুসুফ, অনুচ্ছেদঃ আল কওলু ফিস সুজুদ ফি সালাতিল কুসুফ, খ. ৫ম, পৃ. ৩৯৭, হাদিস নং. ১৪৭৯, আলবানি হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হাদিসটি কান্নার শব্দটি বাদ দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

[৫৮]. মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায়ঃ সালাম, অনুচ্ছেদঃ হাক্কুল মুসলিমি লিল মুসলিম, খ. ৪র্থ, পৃ. ১৭০৫, হাদিস নংঃ ২১৬২

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَطْعِمُوا الجَائِعَ، وَعُودُوا المَرِيضَ، وَفُكُّوا العَانِيَ»

আবু মুসা আশয়ারী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা ক্ষুধার্তকে খেতে দিবে, রোগীর পরিচর্যা করবে এবং বন্দিকে মুক্ত করে দিবে।[৫৯]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي، قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ (কোনো এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে) বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি রোগাক্রান্ত হয়েছিলাম, কিন্তু, তুমি আমার সেবা করনি। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি কী করে রোগাক্রান্ত হলে যে আমি তোমার সেবা করতে আসব অথচ তুমি সারা বিশ্বের প্রতিপালক। আল্লাহ্ বলবেন, আমার অমুক বান্দা পীড়িত হওয়া সম্পর্কে তুমি অবগত ছিলে, অথচ তুমি তার সেবা করতে যাওনি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তার সেবা করতে যেতে, তাহলে আমাকে তুমি সেখানে পেতে।[৬০]

অন্ধকার দেখে যেমন আলো বোঝা যায় তেমনি রোগী দেখে সুস্থ মানুষের সুস্থতা ও করণীয় উপলব্ধি করা যায়। তখন নিজের সুস্থতার জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় এবং অসুস্থ ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতা প্রকাশ

---

[৫৯]. বুখারী, *আস-সহীহ,* অধ্যায়ঃ মারদা, অনুচ্ছেদঃ উজুবু ইয়াদাতিল মারিদ, খ. ৭ম, পৃ. ১১৫, হাদিস নংঃ ৫৬৪৯

[৬০]. মুসলিম, *আস-সহীহ,* অধ্যায়ঃ আল-বিররু ওয়াস সিলাতু ওয়াল আদাব , অনুচ্ছেদঃ ফাদলু ইয়াদাতুল মারিদ, খ. ৪র্থ, পৃ. ১৯৯০, হাদিস নংঃ ২৫৬৯

করার জন্য কান্নাকাটি করার অনুমোদন শরী'আতে রয়েছে।[৬১] রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এরূপ উদাহরণ পাওয়া যায়।[৬২]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوَى لَهُ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم - يَعُودُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضى الله عنهم فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ فِى غَاشِيَةِ أَهْلِهِ فَقَالَ « قَدْ قَضَى » . قَالُوا لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَبَكَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - بَكَوْا فَقَالَ « أَلاَ تَسْمَعُونَ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ ، وَلاَ بِحُزْنِ الْقَلْبِ ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا - وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ - أَوْ يَرْحَمُ وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ »

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাদ বিন উবাদাতাহ কোনো এক রোগে ভুগছিলেন। নবী ﷺ আব্দুর রহমান ইবনে আওফ, সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) সহ তাঁকে দেখতে আসলেন। তাঁর কাছে গিয়ে দেখলেন তিনি পরিবার পরিজন দ্বারা বেষ্টিত আছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তিনি কি মারা গেছেন? তারা বলল না, হে আল্লাহর রাসূল! একথা শুনে রাসুল ﷺ কেঁদে ফেললেন। রাসূল ﷺএর কান্না দেখে তারাও কাঁদতে লাগল। তখন তিনি বলেন, তোমাদের কোনো চোখের অশ্রু এবং অন্তরের শোকের জন্য আল্লাহ্ কাউকে শাস্তি দেবেন না। কিন্তু শাস্তি দেবেন অথবা দয়া করবেন এর জন্য, (এ বলে তিনি) নিজ জিহ্বার দিকে ইশারা করলেন। নিঃসন্দেহে মৃতের প্রতি পরিজনের বিলাপের দরুন শাস্তি দেওয়া হয়। আর উমার (রা) এর অবস্থা ছিল এমন যে, তিনি এরূপ কাঁদার জন্য লাঠি দ্বারা আঘাত করতেন, কংকর নিক্ষেপ করতেন এবং মুখে মাটি পুরে দিতেন।

---

[৬১]. আবু উমর আবদুল আযীয ইবন ফাতহী আস সায়্যিদ নিদা, ***মাওসুয়াতুল আদাবিল ইসলামিয়্যাহ*** (রিয়াদঃ দারু তয়্যিবাহ লিন নাশরী ওয়াত তাওযী', ২য় সং, ২০০৪), পৃ. ২৫১

[৬২]. বুখারী, ***আস-সহীহ,*** অধ্যায়ঃ জানায়েয, অনুচ্ছেদঃ আল-বুকা ইনদাল মারিদ, খ. ১ম, পৃ. ৪৩৯, হাদিস নংঃ ১২৪২

২.৯ আল্লাহর ভয়ে কান্না

আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন মু'মিনের একটি বিশেষ গুণ এবং একনিষ্ঠতার বড় প্রমাণ। আল্লাহর ভয় ঈমানের অপরিহার্য উপাদান। কেননা, ঈমান হলো ভয় ও আশার ভিতরে। নবী রাসূলগণের বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾

তাঁরা সৎকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ত এবং আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকত আর তাঁরা ছিল আমার কাছে বিনীত।[৬৩]

তবে জীবনের সকল ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আল্লাহকেই ভয় করতে হবে অন্যদের নয়। আল্লাহ বলেন,

﴿فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ﴾

তোমরা মানুষকে ভয় কর না আমাকে ভয় কর।[৬৪]

আল্লাহর আযাবের ভয়ে ফেরেশতাদের ঈমান আনা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾

তাঁরা তাঁদের ওপর পরাক্রমশালী তাঁদের পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করে এবং তারা যা আদেশ পায় তা করে।[৬৫]

আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾

নিশ্চয় আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই আল্লাহকে বেশি বেশি ভয় করে।[৬৬]

---

[৬৩]. আল-কুরআন,সূরা আল-আম্বিয়া, ২১: ৯০
[৬৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-মায়েদাহ, ৫ : ৪৪
[৬৫]. আল-কুরআন,সূরা আন-নাহল, ১৬: ৫০
[৬৬]. আল-কুরআন, সূরা ফাতির, ৩৫: ২৮

আল্লাহর ভয়ই বান্দার অন্তরকে বিগলিত করে। আর বান্দার অন্তর বিগলিত হলে আল্লাহর ভয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়। কেননা আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে আড়াল হয়ে আছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾

তোমরা জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ মানুষ ও তার দিলের মাঝখানে আড়াল হয়ে আছেন এবং তোমাদের তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।[৬৭]

আল্লাহর ভয়ে প্রকাশ্য ও গোপনে ক্রন্দনের মাধ্যমে আমরা নিজেদের সকল পাপ পঙ্কিলতা থেকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিজেদেরকে আরো পূতঃপবিত্র ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে পারি।

---

[৬৭]. আল-কুরআন, সূরা আনফাল, ৮: ২৪

তৃতীয় অধ্যায়

৩. পরিবার পরিজনের কান্নার জন্য মৃত ব্যক্তির শাস্তি হবে কি না?

এমন অনেক ব্যাপার আছে যা মানুষের আয়ত্বের বাইরে। সেজন্য আল্লাহ হিসেব গ্রহণ করবেন না। তার মধ্যে একটি হচ্ছে দুঃখ-বেদনা। দ্বিতীয়টি চোখের পানি, যা দুঃখ ভারাক্রান্ত চোখে বয়ে যায়। এছাড়াও আরো অনেক ব্যাপার আছে যা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। তাই আমরা দেখতে পাই, রাসূল ﷺ ছেলে ইবরাহীম (রা) এর ইন্তিকালের পর শুধু দুঃখই প্রকাশ করেননি বরং চোখের পানিও ফেলেছেন। আয়েশা (রা) বলেছেন, যখন সাদ ইবন মুয়ায (রা) ইন্তিকাল করলেন, তখন আবু বকর (রা) এবং উমার (রা) এমন হাউমাউ করে কাঁদছিলেন, তাঁদের কান্নার আওয়াজে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছিল।[৬৮]

রাসূল ﷺ এর ওফাতের পর আবু বকর (রা) অনেক অশ্রু ঝরিয়েছেন।[৬৯] তবে আবু বকর (রা) মৃতের জন্য বিলাপ করা ভীষণ অপছন্দ করতেন। আয়েশা (রা) বলেন, যখন আবু বকর (রা) এর পুত্র আব্দুল্লাহর ইন্তিকাল হলো, তখন মহিলারা বিলাপ করা শুরু করলেন। আবু বকর (রা) ঘর থেকে বেরিয়ে যারা সান্ত্বনা প্রদানের জন্য এসেছিলেন তাদেরকে বললেন, মহিলারা ভেতরে বিলাপ করছে এ জন্য আমি দুঃখিত। আপনাদের কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। কেননা জাহেলী যুগ থেকে আমরা ইসলামে সবেমাত্র প্রবেশ করেছি। খুব বেশি দিনের কথা নয়। এজন্যই তারা এরূপ করছে। অথচ রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি-জীবিতদের কান্নাকাটির কারণে মৃত ব্যক্তিকে গরম পানির ছিটে দেয়া হয়।[৭০] এখানে কান্নাকাটি বলতে বিলাপ করা এবং ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদার কথা বুঝানো হয়েছে।

এরূপ মত পাওয়া যায় উমর (রা) থেকেও। যেমন হাদিসে এসেছেঃ

---

[৬৮]. আল-মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪৬

[৬৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭০-৫৪৬

[৭০]. কানযুল উম্মাল, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৭২৯

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ حَفْصَةَ بَكَتْ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ مَهْلاً يَا بُنَيَّةُ أَلَمْ تَعْلَمِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ».

আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, হাফসা (রা) উমরের জন্য (ঘাতক কর্তৃক আহত হলে) কাঁদছিলেন। তখন উমর (রা) বললেন, হে স্নেহের কন্যা! তুমি কি জান না? রাসূল ﷺ বলেছেন, মৃত ব্যক্তিকে তার স্বজনদের কান্নাকাটির দরুন শাস্তি দেওয়া হয়।[৭১]

অন্য হাদিসে রাসূল ﷺ বলেন,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم قَالَ « الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِى قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ ».

ইবন উমর (রা) উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূল ﷺ বলেন, মৃত ব্যক্তিকে তার প্রতি অধিক মাতম করে কান্নাকাটির দরুণ কবরে আযাব দেওয়া হয়।[৭২]

উপরের হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী (র) বলেন, ওলামারা এ হাদিসের ব্যাখ্যায় দুই ধরনের মতামত দিয়েছেন।

১ম অভিমত: জমহুর আলেমগণ বলেন, মাতম করা যদি মৃত ব্যক্তির অসিয়ত, নির্দেশ অথবা তার ইচ্ছানুযায়ী হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে উপরিউক্ত হাদিস অনুযায়ী তার কবরে আযাব হবে। কেননা আল্লাহ বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾

তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে এবং পরিবার পরিজনদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর।[৭৩]

---

[৭১]. মুসলিম, *আস-সহীহ*, বাবু আল-মায়্যেতু ইউয়্যাযি্যবু লি বুকায়ি আহলিহি খ. ৩য়, পৃ. ৪১, হাদিস নং. ২১৮১

[৭২]. প্রাগুক্ত, হাদিস নং. ২১৮২

[৭৩]. আল-কুরআন, সূরা আত-তাহরীম, ৬৬: ৬

নবী ﷺ বলেছেন,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ رَاعٍ عَلَى النَّاسِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ "

ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমারা প্রত্যেকেই রক্ষক ও দায়িত্বশীল। অতএব তোমাদের প্রত্যেককেই নিজের অধীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আমির/ বাদশাহ সমগ্র (দেশের) মানুষের ওপর দায়িত্বশীল এবং তাঁকে অধীনস্থ সকলের ব্যাপারে (কিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। কোনো একজন পুরুষ তার পরিবারের ব্যাপারে দায়িত্বশীল এবং তাকে তার পরিবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। একজন স্ত্রী তার স্বামীর গৃহের ব্যাপারে দায়িত্বশীল এবং তাকেও স্বামীর গৃহের (আমানত) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। একজন গোলাম তার মনিবের সম্পদের হেফাজতকারী, তাকেও তার মনিবের সম্পদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। অতএব তোমরা (জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে) দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।[৭৪]

ইমাম ইবন হাজার আল-হাইতামি (র) বলেন, মৃত্যুর সময় যদি স্বজনেরা চিৎকার করে কান্নাকাটি করে তাহলে সে নিষেধ না করলে তার ওপর শাস্তি আরোপিত হবে।[৭৫]

২য় অভিমতঃ কান্না যদি মৃত ব্যক্তির ইচ্ছানুযায়ী বা তার নির্দেশ ও অসিয়ত না হয়, তাহলে মৃত ব্যক্তির ওপর কান্নার আযাব পতিত হবে না। যেমন কুরআনুল কারীমে আল্লাহ বলেন,

---

[৭৪]. বুখারী, ***আস-সহীহ,*** অধ্যায়ঃ ইতক, অনুচ্ছেদঃ আল আব্দু রায়িন আন মালি সায়্যিদিহী খ. ২য়, পৃ. ৯০২, হাদিস নং. ২৪১৯

[৭৫]. মুহাম্মাদ রশীদ ইবন আলী রিদা, ***তাফসীরুল মানার*** (মিসরঃ আল-হাইআতুল মিসরিয়্যা, ১৯৯০), খ. ৮ম, পৃ. ২১৮

﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾

'কোনো ভারবাহী অন্যের বোঝা বহন করবে না।'[৭৬]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴾

"কোনো ভারবাহী অন্যের বোঝা বহন করবে না। যদি কোনো ভার বহনকারী তার বোঝা উঠাবার জন্য অন্যের সাহায্য কামনা করে তাহলে তার দ্বারা এর সামান্য পরিমাণও উত্থিত হবে না যদিও সে তার আপনজন হয়।"[৭৭]

উল্লেখ্য তৎকালীন আরবের রেওয়াজ অনুযায়ী অনেকে মৃত্যুর পূর্বে পরিবারকে বিলাপ অথবা মাতমের মাধ্যমে শোক পালনের জন্য অসিয়াত করে যেত। তাই রাসূল ﷺ তাদের কবরে শাস্তির কথা বলেছেন। আর যে কান্নার স্বীকৃতি রয়েছে তা হচ্ছে মাতমবিহীন কান্না, শব্দবিহীন অশ্রু বিসর্জন করা। এতে কোনো গুনাহ নাই। বরং এ ধরনের কান্না মানুষের শোককে হালকা করে।

---

[৭৬]. আল-কুরআন, সূরা আনআম, ৬: ১৬৪

[৭৭]. আল-কুরআন, সূরা ফাতির, ৩৫: ১৮

চতুর্থ অধ্যায়

৪. কান্নার বর্জনীয় দিকসমূহ

কান্না যেমন আমাদের আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও গুনাহ মাফে সাহায্য করে, ঠিক তেমনি কান্না আবার আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও গুনাহর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই, ইসলাম কান্নার বিভিন্ন দিককে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। ইসলামে কান্নার নিষিদ্ধ দিকসমূহ হলোঃ

১. উচ্চস্বরে কাঁদা।

২. বিলাপ বা মাতম করে কাঁদা।

৩. কাঁদার সময় জামা কাপড় ছিড়া।

৪. কান্নার প্রকাশ ঘটানোর জন্য মাথা মুড়ানো।

রাসূল ﷺ-এর হাদিসে এর বিস্তারিত বর্ণনা আছে। যেমনঃ

আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

যে ব্যক্তি (শোকাতুর হয়ে) গাল চাপড়ায়, বুকের জামা ছেড়ে, আর জাহেলী যুগের রীতি অনুযায়ী চিৎকার করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।[৭৮]

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় ইবন বাত্তাল (র) বলেন, 'লাইছা মিন্না' অর্থ হলো, আমার সুন্নাত বা পথের উপরে না থাকা, ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া নয়।[৭৯]

অন্য হাদিসে নবী ﷺ বলেন,

عَنْ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَجِعَ أَبُو مُوسَى وَجَعًا شَدِيدًا فَغُشِيَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا فَلَمَّا

---

[৭৮]. বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায়ঃ জানায়েয, পরিচ্ছেদঃ লাইছা মিন্না মান শাক্কাল যুয়ুব, হাদিস নং ১২১২

[৭৯]. আবুল হাসান আলী ইবন খলফ ইবন বাত্তাল, ***শরহু সহিহুল বুখারী*** (রিয়াদঃ মাকতাবাতুর রুশদ, ২য় সং ২০০৩) খ. ৩য়, পৃ. ৭৭

أَفَاقَ قَالَ أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِئَ مِنْ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ

আবু বুরদাহ ইবন আবু মুসা (রা) বলেন, একদা আবু মুসা রোগ যন্ত্রনায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন, তখন তাঁর মাথা পরিবারস্থ কোনো এক মহিলার কোলে ছিল, মহিলাটি ক্রন্দন করছিল। কিন্তু তার কান্না বন্ধ করার মতো শক্তি তাঁর ছিল না। অতঃপর যখন তিনি হুশ ফিরে পেলেন তখন বললেন, রাসূল ﷺ যাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন, তাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। বস্তুতঃ রাসূল ﷺ সেই সমস্ত নারীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন যারা শোকে বিলাপ করে, মাথা মুড়ায় এবং কাপড় ছিড়ে।[৮০]

এমনকি আল্লাহর রাসূল ﷺ বিলাপ না করার জন্য অঙ্গীকার গ্রহণ করতেন। যেমন: হাদিসে এসেছে,

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَعَ الْبَيْعَةِ أَلاَّ نَنُوحَ فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ إِلاَّ خَمْسٌ أُمُّ سُلَيْمٍ وَأُمُّ الْعَلاَءِ وَابْنَةُ أَبِى سَبْرَةَ امْرَأَةُ مُعَاذٍ أَو ابْنَةُ أَبِى سَبْرَةَ وَامْرَأَةُ مُعَاذٍ.

উম্মে আতীয়া (রা) [৮১] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বাইয়্যাতের সময় আমাদের কাছ থেকে এই অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, আমরা (মৃতের

---

[৮০]. বুখারী, ***আস-সহীহ***, অধ্যায়: জানায়েয, পরিচ্ছেদ: মা ইউনহা মিনাল হালকে ইনদাল মুসিবাতে, হাদিস নং. ১২৯৬

[৮১]. উম্মু আতিয়্যা একজন আনসার মহিলা। রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনায় হিজরতের পূর্বেই উম্মু আতিয়্যা (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। অনুমান করা হয় যে, তিনি নবুওয়াতের ১২তম বছরে প্রথম বাই'য়াতে আকাবার পর ইসলাম গ্রহণ করেন। এভাবে তিনি আনসারদের মধ্যে আস-সাবিকুনাল আউয়ালুন (প্রথম পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণকারীদের) মধ্যে পরিগণিত হন। উম্মে আতিয়্যা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে ৭টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন- আমি নবীর সাথে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। তাঁদের পিছনে তাঁবুতে থেকে তাঁদের জন্য খাবার তৈরী করতাম। আহতদের ঔষধ পান করাতাম এবং রোগীদের সেবায় নিয়োজিত থাকতাম। যে সকল আনসারী মহিলা তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তির অধিকারিণী ছিলেন উম্মু আতিয়্যা (রা) তাঁদের অন্যতম। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বেশ কিছু হাদিস স্মৃতিতে ধারণ ও বর্ণনা করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে ৪০টি হাদিস বর্ণনা করেছেন। বসরায় তিনি একজন ফকীহ মহিলা সাহাবা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর হাদীসের বুঝ, শরী'আতের বিধান সম্পর্কে সূক্ষ্ম জ্ঞান এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নৈকট্যের কথা জানাজানি হওয়ার পর সকল শ্রেণীর মানুষের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিতে পরিণত হন।

জন্য) বিলাপ করব না। কিন্তু পাঁচজন ব্যতীত আর কেউ তা রক্ষা করতে পারেনি। তারা হচ্ছেন উম্মে সুলাঈম, উম্মে আলা, আবু ছাবরার কন্যা-মুয়াযের স্ত্রী এবং অন্য দু'জন মহিলা। অথবা (বলেছেন) আবু ছাবরার কন্যা, মুয়াযের স্ত্রী এবং অন্য একজন মহিলা।[৮২]

বিলাপকারীদের জন্য আল্লাহর লানত রয়েছে। রাসূল ﷺ বলেন:

أنس بن مالك يقول : قال رَسُول اللهِ صَلّى الله عَلَيه وَسَلّم : صوتان عَن ملعونان في الدنيا والآخرة : مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة.

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন দুই ধরনের চিৎকারের জন্য মানুষ দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশাপ প্রাপ্ত হবে। আল্লাহর নেয়ামত প্রাপ্ত অবস্থায় (সুখী) উচ্চস্বরে গান বাজনা করা, আর বিপদ মুসিবতের সময় উচ্চস্বরে ক্রন্দন করা।[৮৩]

উচ্চস্বরে কান্নাকে রাসূল ﷺ জাহেলী কার্যক্রম হিসাবে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন,

أَنَّ أَبَا مَالِكٍ الأَشْعَرِىَّ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَرْبَعٌ فِى أُمَّتِى مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَتْرُكُونَهُنَّ الْفَخْرُ فِى الأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِى الأَنْسَابِ وَالاِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ. وَقَالَ النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ.

আবু মালেক আল-আশ'আরী (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে চারটি জাহেলী কাজ রয়ে গেছে যা লোকেরা পরিত্যাগ করতে চাইবে না। ১. বংশের গৌরব, ২. অন্যকে বংশের খোঁটা দেওয়া, ৩. নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করা, ৪. মৃতের জন্য বিলাপ করে কান্নাকাটি করা। তিনি আরও বলেন, বিলাপকারী যদি মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করে, তাহলে কিয়ামতের দিন তাকে এভাবে ওঠানো হবে যে, তার গায়ে আলকাতরার চাদর এবং খসখসে চামড়ার ওড়না থাকবে।[৮৪]

---

[৮২]. মুসলিম, ***আস-সহীহ,*** অধ্যায়: জানায়েয, পরিচ্ছেদ: আত-তাশদীদ ফিন নিহায়াতে, হাদিস নং. ২২০৬

[৮৩]. ইবন আমর বাজ্জার, ***মুসনাদে বাজ্জার,*** খ. ১৪তম, পৃ. ৬২

[৮৪]. মুসলিম, ***আস-সহীহ,*** অধ্যায়: জানায়েয, পরিচ্ছেদ: আত-তাশদীদ ফিন নিয়াহাতে, খ. ৫ম, পৃ. ৮, হাদিস নং. ১৫৫০

পঞ্চম অধ্যায়

৫. আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করার উপায়সমূহ

আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আল্লাহর কাছে বেশি বেশি কান্নাকাটি করতে হবে। তাই কিভাবে আমরা আরো বেশি করে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করতে পারি, সেজন্য কিছু দিক নির্দেশনা তুলে ধরা হলোঃ

৫.১ নিয়্যাতের বিশুদ্ধতা থাকা

আল্লাহ বান্দার সকল আমল তার নিয়্যাতের দিকে খেয়াল করে কবুল করেন। তাই আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটির পূর্বশর্ত হলো বিশুদ্ধ নিয়্যাত। বান্দার উচিত হলো শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও তার আযাবের ভয়ে কান্নাকাটি করা। এ ক্ষেত্রে লোক দেখানো অথবা শরী'আতের সীমালংঘন কোনো অবস্থাতেই না করা। আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾

তাদেরকে এছাড়া কোনো নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদাত করবে।[৮৫]

রাসুল ﷺ বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ

আল্লাহ বান্দার সে সকল আমল ছাড়া অন্য কোনো আমল কবুল করেন না, যা শুধুমাত্র তাঁরই জন্য করা হয় এবং যা দিয়ে তাঁর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা হয়।[৮৬]

---

৮৫. আল-কুরআন,সূরা আল-বায়্যিনাহ, ৯৮: ৫

৮৬. আন-নাসায়ী, *আস-সুনান*, অধ্যায়: জিহাদ, অনুচ্ছেদ: মান গাজা ইয়ালতামিসুল আজরা ওয়াজ জিকরা, খ. ৬ষ্ঠ, পৃ. ২৫, হাদিস নং. ৩১৪০; আলবানী হাদিসটিকে হাসান ও সহীহ বলেছেন।

৫.২ কুরআন বুঝে তেলাওয়াত করা

কুরআন বুঝে তেলাওয়াত করা উচিত। না বুঝে কুরআন তেলাওয়াতে বান্দার ওপর কুরআনের প্রভাব তৈরী হয় না। আল্লাহ তা'আলা তার প্রশংসিত বান্দাদের গুণাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

"আর যারা তাদের রবের আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দিলে অন্ধ ও বধিরদের মত পড়ে থাকে না।"[৮৭]

কুরআন তেলাওয়াতের সময় কান্না সত্য অন্বেষণকারীদের নিদর্শন। তাই কুরআন তেলাওয়াতের সময় আমাদের অর্থ বুঝে তেলাওয়াত করা উচিত। কারণ অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত আমাদের মধ্যে আল্লাহভীতি ও বিনয় তৈরি করে। আল্লাহ তা'আলা এ কথার ইঙ্গিত দিয়েছেন তাঁর বাণীতে,

﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾

যখন তারা এ কালাম শোনে, যা রাসূলের ওপর নাযিল হয়েছে, তোমরা দেখতে পাও সত্যকে চিনতে পারার কারণে তাদের চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। তারা বলে ওঠে, হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি, সাক্ষ্যদাতাদের মধ্যে আমাদের নাম লিখে নাও।[৮৮]

আবু হুজাইফা (রা) বর্ণনা করেছেন, আমি এক রাতে রাসূল ﷺ এর সাথে নামাজ পড়েছি। তার নিয়ম ছিল, রহমতের কোনো আয়াত আসলে আল্লাহর কাছে রহমত চাইতেন। শাস্তির আয়াত আসলে আল্লাহর নিকট শাস্তি হতে পানাহ চাইতেন। আল্লাহর পবিত্রতার আয়াত আসলে, আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করতেন।[৮৯]

---

[৮৭]. আল-কুরআন, সূরা আল-ফুরকান, ২৫ : ৭৩

[৮৮]. আল-কুরআন, সূরা আল-মায়েদাহ, ৫: ৮৩

[৮৯]. মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায়: , পরিচ্ছেদ: , খ. , পৃ. , হাদিস নং. ৭৭২

৫.৩ একই আয়াত বার বার পড়া

রাসূল ﷺ সাধারণত তাহাজ্জুদ ও বিভিন্ন নফল নামাজে এরকম আমল করতেন। আবু যর (রা) হতে বর্ণিত, একবার রাসূল ﷺ নিম্নের আয়াতটি পড়তে পড়তে রাত শেষ করে দিয়েছিলেন-

"আপনি যদি তাদের শাস্তি দেন তাহলে তারাতো আপনারই বান্দা। আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তাহলে আপনি হলেন পরাক্রমশালী বিজ্ঞানময়।" (সূরা মায়েদা-১১৮)

কাতাদা ইবন নুমান (রা) এক রাতে নামাজে দাঁড়িয়ে বার বার শুধু সূরা ইখলাস পড়েছেন। অন্য কোনো সূরা পড়েননি।

আবু আইউব (রা) হতে বর্ণিত, সাহাবী সাঈদ ইবন যুবাইরকে একই নামাজের ভিতর এই আয়াতটি বিশবারেরও অধিক পাঠ করতে শুনেছি-

"ঐ দিনকে ভয় কর, যে দিন তোমরা আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। অতপর প্রত্যেকেই তার কর্মের ফল পুরোপুরি পাবে এবং তাদের প্রতি কোনোরূপ অবিচার করা হবে না।" (সূরা বাকারা -২৮১)

৫.৪ নিজের নাফরমানি ও পাপের স্মরণ

তাওবা হলো যারা ইতোপূর্বে নানা ধরনের অপরাধ করেছে এবং এখন সংশোধন প্রয়াসী হয়েছে তাদের জন্য একটি সুসংবাদ ও সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা। এ ঘোষণাটি কিয়ামত পর্যন্ত লক্ষ কোটি মানুষের বিকৃত সমাজ থেকে চিরস্থায়ীভাবে বাঁচতে সাহায্য করে। তাওবার এ নিয়ামত আরবের বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট মানুষদেরকে কিভাবে মুক্তির সন্ধান দিয়েছে তা রাসূল ﷺ এর আমলে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনা থেকে অনুমান করা যায়। ইবনে জারীর ও আত-তাবারানী আবু হুরাইরা (রা) থেকে ঘটনাটি উদ্ধৃত করেছেন। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, একদিন আমি মসজিদে নববী থেকে এশার নামাজ পড়ে ফিরছি এমন সময় দেখি এক ভদ্র মহিলা আমার দরজায় দাঁড়িয়ে। আমি তাকে সালাম দিয়ে আমার কামরায় চলে গেলাম এবং দরজা বন্ধ করে নফল নামাজ পড়তে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর সে দরজার কড়া নাড়ল। আমি

দরজা খুলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কি চাও? সে বলল, আমি আপনার কাছে একটি প্রশ্ন করতে এসেছি। আমি যিনা করেছি, আমার গর্ভের সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর তাকে হত্যা করেছি, আমার গোনাহ্ মাফ হওয়ার কোনো পথ আছে কি? আমি বললাম, না কোনো ক্রমেই না। সে বড়ই হা হুতাশ করে বলতে লাগল, হায়! এ সৌন্দর্য আগুনের জন্য সৃষ্টি হয়েছিল। সকালে রাসূল ﷺ এর পিছনে নামাজ পড়ে আমি রাত্রের ঘটনা খুলে বললাম। তিনি বললেন, আবু হুরাইরাহ (রা) তুমি বড়ই ভুল জবাব দিয়েছ। তুমি কি কুরআনের এ আয়াত পড়নি?

﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

"যারা তাওবা করে এবং ঈমানের দাবি উপলব্ধি করতঃ নেক আমল করে, আল্লাহ তাদের গোনাহ্-খাতা নেকী দ্বারা বদলিয়ে দেন; আর আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল ও দয়াবান।"[৯০]

নবী ﷺ এর জবাব শুনে আমি সাথে সাথে মহিলাকে খুঁজতে বের হয়ে এশার সময় পেয়ে গেলাম এবং রাসূল ﷺ এর সুসংবাদ শুনালাম। শোনোর সাথেই মহিলা সিজদাবনত হলো এবং বলতে থাকল, "সেই আল্লাহর শোকর যিনি আমার জন্য ক্ষমার দরজা খুলে দিয়েছেন।" (ইবনে কাসীর, তাফসীরুল কুরআনুল আযীম, দারু তয়্যিবা, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা-১২৯)

হাদিসে প্রায় একই ধরনের অন্য একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। একজন বৃদ্ধ রাসূল ﷺ এর কাছে এসে আরজ করছিলেন ঃ হে আল্লাহ্ রাসূল ﷺ! সারা জীবন গোনাহের মধ্যে কেটে গেল। এমন কোনো গোনাহ্ নেই যা আমি করিনি। নিজের গোনাহ্ যদি দুনিয়ার সকল লোককে ভাগ করে দেই তাহলে সবাইকে গোনাহের সাগরে ডুবিয়ে দেবে। এখনো কি আমার ক্ষমার কোনো পথ আছে? জবাব দিলেন, তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করেছ? বৃদ্ধ বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং

---

[৯০]. আল-কুরআন, সূরা আল-ফুরকান, ২৫: ৭০

মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। রাসূল ﷺ বললেন, যাও, আল্লাহ তোমার গোনাহ মাফ করবেন এবং তোমার গোনাহগুলোকে নেকিতে পরিণত করবেন। বৃদ্ধ বললেন, আমার সমস্ত অপরাধ ও পাপ কি আল্লাহ ক্ষমা করবেন? রাসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ তোমার সমস্ত অপরাধ ও পাপ ক্ষমা করে দিবেন। (ইবনে কাসীর ইবনে আবী হাতেমের বরাত দিয়ে।)

যাদের তাওবাহ কবুল হবে তাদের পূর্বের যাবতীয় খারাপ কথা ও কাজকে সওয়াবে পরিণত করা হবে। অর্থাৎ তাদের শিরককে ঈমানে পরিণত করা হবে, তাদের অবাধ্যতাকে আনুগত্যে পরিণত করা হবে। কাজেই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, বান্দা এমন এক রবের সন্ধান পায় যিনি প্রতিশোধ নেবার জন্য উঠে পড়ে লাগেন না, বরং নিজের লজ্জাবনত গোলামের জন্য রহমতের সকল দরজা খুলে দেন।

অন্যায় অপরাধের অনুভূতি মানুষের মধ্যে নানাবিধ রোগের সৃষ্টি করে। যা তাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে আক্রান্ত করে থাকে। যেমনঃ

- অস্থিরতা, সন্দেহ, হিস্টরিয়া।
- কল্পনা প্রসূত ব্যাধি যার কোনো অস্তিত্ব নাই।
- মানসিক হতাশা, দুর্ভাবনা ও চঞ্চলতা।
- ব্যাধির অহেতুক ভয়ভীতি ও ধারণা।

কান্নাকাটি করে আল্লাহর কাছে তাওবা করার মাধ্যমে এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। কেননা কান্নাকাটি করে তাওবা করার পর মানুষের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন হয়। যেটা অন্য কোনোভাবে সম্ভব নয়। তাওবা থেকে যে সকল উপকারিতা পাওয়া যায়, তাহলঃ

❖ তাওবা মানুষের সামনে এমন এক অনুতাপের সৃষ্টি করে যা তার পাপ মিটিয়ে দেয়।

❖ গর্হিত কাজ থেকে নফসকে পবিত্র করার ইচ্ছা সৃষ্টি করার মাধ্যমে আত্মিক শান্তি ও স্থিরতা তৈরি করে।

❖ তাওবা তাওবাকারীকে সম্মানিত করে এবং এ মর্যাদাবোধ তার ভিতরে আত্ম পরিচয়ের শক্তি সঞ্চয় করে।

❖ গর্হিত কাজ, অন্যায় ও পাপ কাজ করার পর তাওবাকারী তাওবা দ্বারা বিবেকের তাড়না থেকে মুক্তি লাভ করে।

❖ তাওবা মানুষকে পাপের চিন্তা ও ভয় থেকে মুক্তি দান করে।

রাসূল ﷺ বলেছেন,

عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ، كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ»

"গোনাহ থেকে তাওবাকারী ব্যক্তি হচ্ছে এরূপ যার কোনো গোনাহ নেই।"[৯১]

আমাদের চিন্তা করা উচিত আমাদের আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। তাই কৃত পাপ থেকে পবিত্র জীবনে ফিরে যাওয়ার জন্য তাওবার মাধ্যমে মহান রবের নিকট আত্মসমর্পণ করতে হবে। আদম (আ) বহু বছর কেঁদে কেঁদে বলেছিলেন,

﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

"হে আমাদের প্রভূ! আমরা গুনাহ করে আমাদের নিজেদের ওপর অত্যাচার করেছি, তুমি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না কর এবং আমাদের ওপর রহম না কর তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবো।"[৯২]

সাহাবীগণ জাহেলী যুগে কৃত অন্যায়ের জন্য কেঁদে কেঁদে গুনাহ মাফ চেয়েছেন। কাজেই আমাদেরকে পাপের কথা স্মরণ করে কান্নাকাটি ও তাওবাহর মাধ্যমে মুক্তির পথ ধরতে হবে। আল্লাহ তা'আলা তাওবা সম্পর্কে কুরআনে বলেছেন:

---

[৯১]. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মাজাহ, ***সুনান ইবন মাজাহ***, অধ্যায়: যুহদ, অনুচ্ছেদ: যিকরুত তাওবা, খ. ২য়, পৃ. ১৪১৯, হাদিস নং. ৪২৫০

[৯২]. আল-কুরআন, সূরা আল-আরাফ, ৭: ২৩

﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾

"অবশ্যই আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করবেন, যারা ভুলবশত মন্দ কাজ করে, অতঃপর অনতিবিলম্বে তাওবা করে; এরাই হল সেসব লোক যাদের আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞানময়। আর এমন লোকদের জন্য ক্ষমা নেই, যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে, এমনকি যখন তাদের কারো মাথার ওপর মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলতে থাকে আমি এখন তাওবা করছি। আর তাওবা নেই তাদের জন্য, যারা কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।"[৯৩]

﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾

"তারা কি এ কথা জানতে পারেনি যে, আল্লাহ নিজেই স্বীয় বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং যাকাত গ্রহণ করেন? বস্তুত আল্লাহই তাওবা কবুলকারী, করুণাময়।"[৯৪]

﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾

"তিনি তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন, পাপসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমাদের কৃত বিষয় সম্পর্কে অবগত রয়েছেন।"[৯৫]

খালেছ তাওবাকারী সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন:

---

৯৩. আল-কুরআন, সূরা নিসা, ৪: ১৭-১৮

৯৪. আল-কুরআন, সূরা আত-তওবাহ, ৯: ১০৪

৯৫. আল-কুরআন, সূরা আশ-শূরা, ৪২: ২৫

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

"হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা আল্লাহর নিকট খালেছ (খাঁটি) তাওবা কর। আশা করা যায়, আল্লাহ্ তোমাদের গোনাহ্ (দোষ-ত্রুটি) তোমাদের থেকে দূর করে দেবেন এবং তোমাদের এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশ দিয়ে ঝরনাসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে। সেটি হবে এমন যেদিন আল্লাহ্ তাঁর নবী ও নবীর সাথী ঈমানদারদের লাঞ্ছিত করবেন না, অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তাদের সম্মুখ ও ডান পাশ দিয়ে তাদের নূর (আলো) দৌড়াতে থাকবে এবং তাঁরা বলতে থাকবে, হে আমাদের রব আমাদের জন্য আমাদের নূর পূর্ণাঙ্গ করে দাও। তুমি সব কিছু করতে সক্ষম ।"[৯৬]

যারা শির্‌ক, মানুষ হত্যা, ব্যভিচার, কৃপণতা, অপব্যয় ইত্যাদি বড় গোনাহ্ করার পর অনুতপ্ত হয়ে খালেছ তাওবা করে, মহান আল্লাহ্ তাদের সম্পর্কে বলেন,

﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

"যারা তাওবা করে এবং ঈমানের দাবি উপলব্ধি করতঃ নেক আমল করে আল্লাহ্ তাদের গোনাহ্-খাতা নেকী দ্বারা বদলিয়ে দেন; আর আল্লাহ্ বড় ক্ষমাশীল ও দয়াবান।"[৯৭]

খালেছ (খাঁটি) তাওবার জন্য প্রয়োজনঃ

১। কৃত গোনাহের কথা মনে করে লজ্জা ও অনুতাপ বোধ করা।

---

[৯৬]. আল-কুরআন, সূরা আত-তাহরীম, ৬৬: ৮

[৯৭]. আল-কুরআন, সূরা আল-ফুরকান, ২৫: ৭০

২। চলমান গোনাহ্গুলো বর্জন করা ও ভবিষ্যতে এ জাতীয় গোনাহ্ না করার শক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

৩। এখন থেকে ফরজ ওয়াজিব কাজগুলো সঠিকভাবে পালন করা ও হারাম কাজগুলো ঘৃণার সাথে ছেড়ে দেওয়া; আর বেশি বেশি করে পাঠ করা:
استغفر الله واتوب اليه (আছতাগ ফিরুল্লাহ অ আতূবু ইলাইহি)
অর্থঃ আমি আল্লাহর কাছে (কৃত অপরাধের জন্য) ক্ষমা চাচ্ছি; আর তাঁরই কাছে তাওবা করছি।

৪। যদি কোনো পাওনাদার থাকে, তাহলে অবিলম্বে তাকে তা ফেরত দিতে হবে, মারা গিয়ে থাকলে তার উত্তরাধিকারীদের কাছে পৌঁছে দিয়ে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে তার পক্ষ থেকে তা দান করতে হবে এবং তার জন্য দোয়া করতে হবে।

৫.৫ জাহান্নাম ও তার আযাবের স্মরণ

কোন মানুষ যদি বেশি বেশি জাহান্নামের ভয়াবহ আযাবের চিন্তা করে তাহলে আল্লাহর ভয়ে তার চোখ অশ্রু প্রবাহিত করতেই থাকবে। কারণ জাহান্নামের আগুন অপরাধীদেরকে বেষ্টন করে রাখবে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا﴾

এবং তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে সেখানে পৌঁছাবে না। এটা আপনার পালনকর্তার অনিবার্য ফয়সালা। অতঃপর আমি পরহেযগারদের উদ্ধার করব এবং জালিমদের সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেব।[৯৮]

জাহান্নামীদের উপরে আগুন, নিচে আগুন, ডানে আগুন, বামে আগুন থাকবে। তাদের খাবার, পানীয়, পোশাক সবকিছুই আগুনের হবে তারা সেখানে মৃত্যু কামনা করবে কিন্তু কখনও মরবে না। এক কথায় আগুনের

[৯৮]. আল-কুরআন, সূরা মারইয়াম, ১৯: ৭১-৭২

ভিতরেই তারা ডুবে থাকবে।[৯৯] কাজেই জাহান্নামের এই ভয়াবহ অবস্থা থেকে চোখের পানিই মানুষকে রক্ষা করতে পারে। আল্লাহ বলেন,

﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾

আল্লাহ যার বক্ষ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, অতঃপর সে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত আলোর মধ্যে রয়েছে। (যে এরূপ নয় সে কি তার সমান?) যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণের ব্যাপারে কঠোর, তাদের জন্য দুর্ভোগ।[১০০]

অতএব বেশি বেশি ক্রন্দনময় আল্লাহর স্মরণই আমাদের জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাতে পারে।

৫.৬ জান্নাত ও তার নিয়ামতের স্মরণ

দুনিয়াতে না পাওয়া ও হারানোর বেদনায় মানুষ কান্নাকাটি করে; কিন্তু জান্নাতে মানুষ যা চাইবে তাই পাবে এবং জান্নাতের কোনো নিয়ামত দুনিয়ার কোনো চোখ দেখেনি ও কোনো জিহবা স্বাদ গ্রহণ করেনি এবং কোনো অন্তর কল্পনা করেনি। অতএব জান্নাত ও মহান রবের ক্ষমা পাওয়ার জন্য আমাদের দৌড়াতে হবে। আল্লাহ বলেন,

(وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ)

" তোমরা আল্লাহর ক্ষমা ও জান্নাতের জন্য দৌড়াও।"[১০১]

তাই জান্নাত ও তার নেয়ামতের স্মরণ আমাদের আল্লাহর প্রতি আরো একনিষ্ঠ করবে এবং আল্লাহর প্রতি আমাদের নির্ভরশীলতা বাড়িয়ে দেবে। যা আমাদের আল্লাহর দরবারে কান্নার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে।

---

[৯৯]. ইমাম গাজ্জালী, ***ইহইয়ায়ি উলুমুদ্দীন*** (কায়রোঃ দারুল হাদিস, তা. বি.), খ. ৫ম, পৃ. ১৬৫-১৬৬

[১০০]. আল-কুরআন, সূরা যুমার, ৩৯: ২২

[১০১]. আল-কুরআন, সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৩৩

ষষ্ঠ অধ্যায়

৬. কান্না কেন আসে না?

আল্লাহর বান্দা হিসেবে আমাদের সকল কান্নাকাটি আল্লাহর কাছেই করা উচিত। কিন্তু সত্য কথা হলো, আমাদের আত্মা এত কঠিন পাথর হয়ে গেছে যে, আমরা কুরআন তেলাওয়াত করি, নামাজ পড়ি, মানুষকে চোখের সামনে অসুস্থ হতে দেখি, মৃত্যুবরণ করতে দেখি, কিছুতেই আমাদের কান্না আসে না। তাই কারণগুলো জানা জরুরি। নিচে এ রকম কিছু কারণ উল্লেখ করা হলো।

৬.১ অতিরিক্ত দুনিয়াবি ব্যস্ততা

আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি না করার বা কান্না না আসার একটি বড় কারণ হলো আধুনিক যুগের মানুষের অতিরিক্ত দুনিয়াবি ব্যস্ততা। যান্ত্রিক জীবনে প্রতিদিন ঘুম থেকে জেগে এবং ঘুমানোর আগ পর্যন্ত আমাদের এত বেশি কাজের ব্যস্ততা ও পরিকল্পনা থাকে আমরা সেটা করেই শেষ করতে পারি না। যার কারণে আমরা কখনোই নিরবে বা একাকীত্বে আমাদের অভাব অভিযোগ, দোয়া দুরূদ, যিকির আযকার আল্লাহর কাছে পেশ করতে পারি না।

৬.২ অর্থ না বুঝে কুরআন তেলাওয়াত

কুরআন পড়ার সময় অর্থ না বুঝলে এর প্রভাব অন্তরের ওপর পড়ে না। আর আমরা সেটাই করি। আমরা মনে করি, কুরআন আরবিতে তেলাওয়াত করলেই হবে। এর অর্থ কি এটা না বুঝলেও হবে। যার ফলে, আযাব-গযবের আয়াত তেলাওয়াতের সময়ও আমাদের কোনো আল্লাহর ভয় তৈরি হয় না। আল্লাহ বলেছেন-

নিশ্চয় শ্রবণ, দৃষ্টি এবং বুদ্ধিমত্তা এই সবগুলোর ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে।"[১০২]

৬.৩ নামাজে খুশু ও খুজু না থাকা

নামাজে খুশু ও খুজু হলো, মহাপরাক্রমশালী আসমান ও যমীনের একমাত্র মালিক যিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন এমন সত্তা আল্লাহ তা'লাকে হাজির নাজির জেনে গভীর শ্রদ্ধায় তার ভয়ে ভীত হয়ে বিনীতভাবে অবনত মস্তকে নামাজে দাঁড়ানো। এই খুশু খুজু যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি তা অর্জন করা ও বজায় রাখা আরো কঠিন। বিশেষ করে আমাদের এই শেষ জামানায়। রাসূল ﷺ বলেছেন,

"এই উম্মত হতে সর্বপ্রথম সালাতের খুশু উঠিয়ে নেয়া হবে, এমনকি তালাশ করেও তুমি কোনো খুশু ওয়ালা লোক খুঁজে পাবে না।" (তাবারানী, ছহীহুল জামে, হাদীস নং-২৫৬৯)

তবে এ ব্যাপারে সতর্কবাণী হচ্ছে, কপট ও বাহ্যিকভাবে খুশু তথা একাগ্রতার ভঙ্গিমা প্রকাশ আবার নিন্দনীয়। এজন্য আবু হুজাইফা (রা) বলতেন, "নেফাক সর্বস্ব খুশু হতে বিরত থাক। জিজ্ঞাসা করা হল, নেফাক সর্বস্ব খুশু আবার কি? উত্তরে বললেন, শরীর দেখতে একাগ্রতা সম্পন্ন অথচ অন্তর একাগ্রতা শূন্য।" (ইবন রজব, আল খুশু ফিস সালাত, পৃষ্ঠা-১৩) একাগ্রতা শূণ্য অন্তরে কান্না না আসাটাই স্বাভাবিক।

৬.৩ অতিরিক্ত বিনোদন আসক্তি

বিনোদন আসক্তির ফলে মানুষের অন্তর মরে যায়। সেখানে কোনো কিছুই গভীরভাবে প্রভাব ফেলতে পারে না। আধুনিক যুগে মোবাইল, টিভি, ফেসবুক, ইউটিউব ইত্যাদি চরমভাবে মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে

---

[১০২]. আল-কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ৩৬

রাখছে। যে অন্তর আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে থাকে, সেখানে কান্নাও আসে না।

৬.৪ অহেতুক কথা ও কাজে সময় অতিবাহিত করা

সকল অহেতুক কথা ও কাজ যাতে কোনো ফল লাভ হয় না সেগুলোর পরিণাম কখনো কল্যাণকর হয় না। আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদের গুণাবলি উল্লেখ করতে গিয়ে সূরা মুমিনূনের মধ্যে বলেছেন,

"যারা অনর্থক কথা ও কাজ থেকে দূরে থাকে।" আল-কুরআন, ২৩: ৩

মুমিন বান্দারা শুধু অহেতুক কথা ও কাজ থেকে দূরেই থাকে এমনটি নয় বরং তাতে তারা কোনো কৌতুহলও প্রকাশ করে না। আল্লাহ্ বলেন,

"যখন এমন কোনো জায়গা দিয়ে তারা চলে যেখানে বাজে কথা হতে থাকে অথবা বাজে কাজের মহড়া চলে তখন তারা ভদ্রভাবে সে জায়গা অতিক্রম করে চলে যায়।" (সূরা ফুরকান-৬৩)।

দুনিয়াটা মুমিনের পরীক্ষা ক্ষেত্র। একজন পরীক্ষার্থী যেমন পরীক্ষার প্রতিটি মুহূর্ত সঠিক উত্তর লেখার কাজে ব্যস্ত থাকে, ঠিক তেমনি মুমিনও দুনিয়ার এ জীবনকালকে এমন সব কাজে ব্যয় করে যা পরিণামের দিক দিয়ে কল্যাণকর। এমনকি সে খেলাধুলা ও আনন্দ উপভোগের ক্ষেত্রেও এমন সব জিনিস নির্বাচন করে যা নিছক সময় ক্ষেপণের কারণ হয় না বরং অপেক্ষাকৃত ভালো উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য তাকে তৈরি করে। এছাড়া মুমিন হবে একজন ভারসাম্যপূর্ণ প্রকৃতির অধিকারী এবং পবিত্র পরিচ্ছন্ন স্বভাব ও সুস্থ রুচি সম্পন্ন মানুষ। সে ফলদায়ক কথা বলতে পারে। আজে বাজে গল্প গুজব তার স্বভাব বিরুদ্ধ। সে ব্যঙ্গ, কৌতুক, হালকা পরিহাস পর্যন্ত করবে, কিন্তু উচ্ছল ঠাট্টা-তামাসায় মেতে উঠবে না। সে বাজে ঠাট্টা-মস্করা ও ভাঁড়ামি বরদাশত করতে পারে না এবং আনন্দ-ফুর্তি ও ভাঁড়ামির কথাবর্তাকে নিজের পেশায় পরিণত করতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনের স্থায়ী আবাসস্থল জান্নাতের বর্ণনায় বলেছেন, সেখানে তুমি কোনো বাজে কথা শুনবে না।

৬.৫ মৃত্যুকে ভুলে যাওয়া

মৃত্যুকে ভুলে যাওয়ার কারণে মানুষের অন্তর আল্লাহর ভয় শূণ্য হয়ে যায়। কুরআনে আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ﴾

"তারপর দেখো, মৃত্যুর যন্ত্রণা পরম সত্য নিয়ে হাজির হয়েছে, এটা সে জিনিস যা থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলে।[১০৩] তাই মৃত্যুকে ভুলে গেলে মানুষ তখন দুনিয়াবি জীবনে মত্ত হয়ে যায়।

৬.৬ আল্লাহর সাথে সম্পর্কের অবনতি

বৈষয়িক উন্নতি ও প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষ আল্লাহর কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। যার কারণে আল্লাহর কোনো আদেশ নিষেধ মানুষের ওপর প্রভাব ফেলছে না। মূলতঃ নিয়মিত ফরজ ইবাদাতের পাশাপাশি নফল ইবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন হয়। কিন্তু দুনিয়াবি জীবনের মোহে মানব সমাজ আল্লাহর নিকট থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

৬.৭ শয়তানের ওয়াসওয়াসা বা ধোঁকা

অভিশপ্ত ইবলিস আদম (আ)-কে সিজদা করতে অস্বীকার করায় যখন জান্নাত হতে বিতাড়িত হয়েছিল তখন সে মানবজাতিকে পথভ্রষ্ট ও বিপদগ্রস্ত করার শপথ নিয়ে আল্লাহর কাছে অঙ্গীকার করেছিল এভাবে,

"এরপর তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে, ডান দিক থেকে এবং বাম দিক থেকে। আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না।" (সূরা আরাফ-১৭)

আল্লাহর কাছে কান্নাকাটির মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন করে। তাই শয়তান চায় মানুষ যাতে কোনো অবস্থাতেই আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি না করে। শয়তানের এই ওয়াসওয়াসার কারণে আমাদের মন এতটাই শক্ত ও পাষাণ হয়ে গেছে যে, সেখানে আর কান্নাকাটি করার মতো অবস্থা তৈরি হয় না।

---

[১০৩]. আল-কুরআন, সূরা ক্বাফ, ৫০ : ১৯

সপ্তম অধ্যায়

৭. কান্নার উপকারিতা

আমাদের জীবনে কান্নার প্রয়োজন অনেক বেশি। মস্তিষ্কের প্রায় একই জায়গা থেকে কান্না ও হাসি দুটিরই অনুভূতি আসে। হাসি ঠিক যেভাবে রক্তচাপ কমায়, শরীরকে ঝরঝরে ও তরতাজা রাখে, কান্নাও ঠিক তাই করে।

নিউরো সাইকোলজিস্টগণ সম্প্রতি গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন, কান্না মানসিক চাপ কমায়। গবেষণায় দেখা যায় ৮৫ ভাগ মহিলা ও ৭৩ ভাগ পুরুষ কান্নার পর ভালো বোধ করছেন। তাদের মানসিক চাপ কমে যাচ্ছে। শুধু শারীরিকভাবে ভালো বোধ করাই নয়, কান্নার ফলে চারপাশের পরিবেশও বদলে যায়। আশেপাশের রাগত লোকজন তখন সাহায্য ও সহানুভূতি প্রকাশ করে এবং সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়।

অনেক সময় আমরা বুঝতেই পারি না যে, আমাদের মন খারাপ হয়ে আছে, বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। হঠাৎ হয়তো কেঁদে ফেলার পর তা প্রকাশ পায়। নিজের মনের অনুভূতি তখন নিজেই বুঝতে পারি। মনের দুঃখিত অনুভূতি প্রকাশ না করে থাকা, অর্থাৎ না কেঁদে থাকা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই খারাপ। এতে করে রক্তচাপ বেড়ে যেতে পারে। শারীরিকভাবে অসুস্থতা বেড়ে যেতে পারে। কর্মক্ষমতা কমে যেতে পারে। দুঃখিত হয়েও কান্না না করা ডিপ্রেশন বা বিষণ্ণতার প্রধান লক্ষণ। কাঁদলে মন হালকা হয়।[১০৪]

---

[১০৪]. ড. ওয়াইনজ্জা রহমান, *নয়া দিগন্ত*, ২১ নভেম্বর, ২০১৭

অষ্টম অধ্যায়

৮. রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কান্না

রাসূল ﷺ ছিলেন আল্লাহর ভয়ে বিনম্র ক্রন্দনরত আত্মার মূর্তপ্রতীক। তিনি মানুষের ব্যর্থতা এবং খারাপ কাজে ফিরে যাওয়া দেখে কাঁদতেন। এছাড়া মানুষ যখন আল্লাহকে স্মরণ করে এবং গুনাহের ভয়ে কান্না করত, তখন তিনি সেই বান্দার প্রশংসা করতেন। কেননা এভাবে সে অন্তরকে শক্তিশালী, আত্মাকে বিশেষায়িত ও হৃদয়কে পবিত্র করতে পারে। রাসূল ﷺ হলেন জগতের আল্লাহকে ভয়কারীদের নেতা, বিচার দিবসে প্রভূর ভয়ে ভীতসন্ত্রস্তদের ইমাম, চোখের পাতা সিক্তকারী, দ্রুত অশ্রু নিবারণকারী, অন্তর হালকাকারী, কোমলতায় আলোড়ন সৃষ্টিকারী, সত্য ও পবিত্রতার জন্য অশ্রুবিসর্জনকারী, বিনম্রচিত্তে কুনুত পড়ার সময় ফুঁপিয়ে ক্রন্দনকারী। এসব কারণে মানবতার সংশোধনের ক্ষেত্রে তাঁর কান্নাভেজা বক্তৃতা ও উপদেশ সাহাবাগণের অন্তরকে আলোকিত করেছিল। রাসূল ﷺ এর কান্নার বিভিন্ন দিক ও বিভাগ পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার মাধ্যমে আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে তাকওয়া, বিনয় ও পুতঃপবিত্রতার সংস্পর্শে আনাই এই লেখার মূল লক্ষ্য। নিম্নে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কান্নার কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হলো।

৮.১ কুরআন তেলাওয়াতে কান্না: রাসূল ﷺ কুরআন তেলাওয়াতের সময় কাঁদতেন, বিশেষ করে রাত্রে দাঁড়িয়ে বার বার তিনি উম্মাহর জন্য ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতেন আর বলতেন,

﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

"এখন যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন তাহলে তারা তো আপনার বান্দা আর যদি মাফ করে দেন তাহলে আপনি তো পরাক্রমশালী ও জ্ঞানময়।"[১০৫] এভাবে তিনি কখনও কখনও সারা রাত দাঁড়িয়ে কাঁদতেন।

---

[১০৫]. আল-কুরআন, সূরা আল- মায়েদাহ, ৫: ১১৮।

রাসূল ﷺ যখন কুরআন তেলাওয়াত করতেন বা শুনতেন তখন হৃদয় ও মনের সকল অনুভূতি খোলা রাখতেন, সে কারণে রাসূল ﷺ কুরআন তেলাওয়াত শোনোর সময় কাঁদতেন। হাদিসে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اقرأ عَلَيَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ آقرأ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ قَالَ نَعَمْ فقرأتُ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى أَتَيْتُ إِلَى هَذِهِ الآيَةِ {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيدًا} قَالَ حَسْبُكَ الآنَ فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, একদিন হুজুর ﷺ আমাকে বলেন আমাকে কুরআন তেলাওয়াত করে শোনাও। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমি আপনার সামনে কুরআন তেলাওয়াত করব? অথচ আপনার ওপর কুরআন নাযিল করা হয়েছে। রাসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ (আমি অন্যের নিকট শুনতে ভালোবাসি)। অতঃপর আমি `সূরা নিসা তেলাওয়াত করা শুরু করলাম যখন এ পর্যন্ত পৌঁছালাম {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيدًا} (অর্থাৎ তারপর চিন্তা কর, তখন তারা কি করবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী আনব এবং তাদের ওপর তোমাকে সাক্ষী হিসাবে দাঁড় করাব?[১০৬]) রাসূল ﷺ বললেন, এখন থাম, ইহাই যথেষ্ট। এরপর আমি তাঁর মুখমণ্ডলের দিকে তাকালাম এবং দেখতে পেলাম তাঁর চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে।[১০৭]

কুরআন তেলাওয়াতের সময় রাসূল ﷺ আল্লাহর ভয়ে বিনীত থাকতেন। হাদিসে এসেছে,

[১০৬]. প্রাগুক্ত, সূরা নিসা আয়াত ৪১।

[১০৭]. সহীহ বুখারী, কিতাবঃ ফাদায়িলুল কুরআন, কওলুল মুকরিয়ু লিলকারীঃহাসবুক, খ. ৪, পৃ. ১৯২৫, হাদিস নং ৪৭৬৩।

একদিন রাত্রে দাঁড়িয়ে রাসূল ﷺ আবু মুসা (রা)-এর তেলাওয়াত শুনছিলেন। তিনি বর্ণনা করেছেন, রাসূল ﷺ তাকে লক্ষ্য করে বলেছেন, হে আবু মুসা! তোমাকে দাউদ (আ)-এর পরিবারের সঙ্গীতযন্ত্রের মধ্য থেকে একটি (সুললিত কণ্ঠ) দান করা হয়েছে।[১০৮] ইমাম বায়হাকি বলেন, আবু মুসা বলেন, আমি যদি জানতাম আপনি আমার তেলাওয়াত শুনছেন তাহলে আমি আরো সুন্দর ও চমৎকার করে তেলাওয়াত করতাম।[১০৯]

৮.২ নামাজের মধ্যে ক্রন্দনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজরত অবস্থায় এমনভাবে কাঁদতেন যে দূর থেকে তাঁর কান্নার আওয়াজ শোনো যেত। একবার আয়েশা (রা) কে প্রশ্ন করা হলো রাসূল ﷺ সম্পর্কে আপনার জীবনের সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা কী? তিনি বললেন, এক রাতে উঠে রাসূল ﷺ আমাকে বললেন, আয়েশা তুমি আমাকে ছাড়, আমি আমার প্রভুর ইবাদত করি। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি আপনার নৈকট্য পছন্দ করি এবং আপনার পছন্দের জিনিসও পছন্দ করি। আয়েশা (রা) বলেন, তিনি উঠে অযু করলেন এবং নামাজে দাঁড়ালেন। আর কাঁদতে আরম্ভ করলেন। কাঁদতে কাঁদতে তাঁর বক্ষ ভিজে গেল। আরো কাঁদলেন, কাঁদতে কাঁদতে মাটি পর্যন্ত ভিজে গেল। বেলাল (রা) তাঁকে ফজরের নামাজের সংবাদ দিতে এসে দেখেন তিনি কাঁদছেন। বেলাল (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনি কাঁদছেন? অথচ আল্লাহ আপনার আগের ও পরের সকল গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। রাসূল ﷺ বললেন, আমার কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হতে মনে চায় না? আজ রাতে আমার ওপর কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, যে এগুলো পড়বে আর চিন্তা-ফিকির করবে না, সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অতঃপর সূরা আল ইমারনের কতিপয় আয়াত পড়লেন।[১১০]

---

[১০৮]. সহীহ বুখারী, কিতাবঃ ফাদায়িলুল কুরআন, বাবু হুসনুস সাওতু বিল কিরায়াতে বিল কুরআন খ. ৪, পৃ. ১৯২৫, হাদিস নং ৪৭৬৩।

[১০৯]. সূনানুল কুবরা লিল বাইহাকি, হাদিস নং, ৪৪৮৪।

[১১০]. সহীহ ইবন হিব্বান আতা (রা) থেকে। হাদিস নং-৬৮

অন্য একটি হাদিসে এসেছে,

عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ يُصَلِّى وَلِجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ يَعْنِى يَبْكِى

মুতাররিফ (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ এর নিকট আসলাম, তিনি তখন নামাজরত ছিলেন এবং তাঁর পেটের মধ্যে হাপরের মধ্য থেকে নির্গত আওয়াজের অনুরূপ আওয়াজ হচ্ছিল অর্থাৎ তিনি কাঁদছিলেন।[১১১]

৮.৩ কবরের আযাব ও তার শাস্তির কথা স্মরণ করে কান্না: কবরের আযাব ও তার শাস্তির কথা স্মরণ করে আল্লাহর রাসূল ﷺ কাঁদতেন। যেমন হাদিসে এসেছে,

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ بَصُرَ بِجَمَاعَةٍ ، فَقَالَ : عَلامَ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ هَؤُلاءِ ؟ قِيلَ : عَلَى قَبْرٍ يَحْفِرُونَهُ . قَالَ : فَفَزِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَدَرَ بَيْنَ يَدَيْ أَصْحَابِهِ مُسْرِعًا حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْقَبْرِ ، فَجَثَا عَلَيْهِ . قَالَ : فَاسْتَقْبَلْتُهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ لأَنْظُرَ مَا يَصْنَعُ ، فَبَكَى حَتَّى بَلَّ الثَّرَى مِنْ دُمُوعِهِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا قَالَ : أَيْ إِخْوَانِي لِمِثْلِ الْيَوْمِ فَأَعِدُّوا ؟.

বার্‌রা ইবন আজিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূল ﷺ এর সাথে চলছিলাম এবং এক জায়গায় অনেক লোকজন দেখে রাসূল ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, লোকরা কেন এখানে একত্রিত হয়েছে? বলা হলো তারা একটা কবর খুড়ছে। রাবী বলেন, রাসূল ﷺ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে গেলেন এবং সাহাবীদের সামনে থেকে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে কবরের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে গেলেন। রাবী বলেন, তিনি কি করেন এটা দেখার জন্য আমরা তাঁর সামনে

---

[১১১]. আবু আব্দুর রহমান আহমদ আন-নাসায়ী, *আস-সুনান*, অধ্যায়: সিফাতুস সালাত, পরিচ্ছেদ: আল-বুকা ফিস সালাত, হাদিস নং. ১২১৪; আলবানি হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।

দাঁড়ালাম। অতঃপর তিনি কাঁদতে লাগলেন এমনকি তাঁর চোখের পানিতে মাটি সিক্ত হয়ে গেল। এরপর আমাদের নিকট এসে বললেন, হে আমার সাথীরা! তোমরা কি আজকের দিনের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছ?[১১২]

যেমন অন্য হাদিসে এসেছে-

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ زَارَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ « اسْتَأْذَنْتُ رَبِّى فِى أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِى وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِى أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِى فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ ».

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর মায়ের কবর যিয়ারত করতে গেলেন। তিনি কাঁদলেন এবং আশেপাশের সবাইকে কাঁদালেন। রাসূল ﷺ বললেন, আমি আমার রবের নিকট মায়ের জন্য ক্ষমার অনুমতি চাইলাম। কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হলো না। অতএব তোমরা কবর যিয়ারত কর। কেননা কবর যিয়ারত তোমাদেরকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।[১১৩]

৮.৪ বদরের যুদ্ধের আগের দিন ক্রন্দন: মদিনা থেকে ৮০ মাইল দূরে বদর একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। ইসলামের প্রথম যুদ্ধ বদরের যুদ্ধ এখানেই সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে কাফেরদের সৈন্য সংখ্যা ছিল এক হাজার। তারা অস্ত্রশস্ত্রে পরিপূর্ণভাবে সজ্জিত ছিল। তাদের বাহিনীতে তিনশত ঘোড়া ও সাতশ উট ছিল। অন্যদিকে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র তিনশত তের জন এবং দুটি ঘোড়া ও সত্তরটি উট ছিল। আর কাফেরদের মতো মুসলমানদের তেমন অস্ত্রশস্ত্রও ছিল না। যুদ্ধের আগের দিন রাসূল ﷺ বদরের প্রান্তরে

---

[১১২]. আবু আবদুল্লাহ আহমদ ইবন হাম্বল, ***মুসনাদ***, অধ্যায়: জুহুদ, অনুচ্ছেদ: আল-হুযন ওয়াল বুকা, খ. ৪র্থ, পৃ. ২৯৪, হাদিস নং ১৮৬২৪। আলবানি হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।

[১১৩]. মুসলিম, ***আস-সহীহ***, অধ্যায়: জানায়েয, অনুচ্ছেদ: ইসতিযানু নাবী রব্বাহু আযযা ওয়া জাল্লা ফি যিয়ারাতি কবরি উম্মিহি, খ. ৩য়, পৃ. ৬৫, হাদিস নং. ২৩০৪

কাঁদছিলেন এই বলে, হে আল্লাহ! এই ছোট বাহিনীকে যদি তুমি শেষ করে দাও তবে এ পৃথিবীতে তোমার নাম স্মরণ করার মতো কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। যেমন আলী ইবন আবি তালিব (রা) থেকে বর্ণিত,

مَا كَانَ فِينَا فَارِسٌ يَوْمَ بَدْرٍ غَيْرُ المِقْدَادِ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا فِينَا قَائِمٌ إِلاَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي تَحْتَ شَجَرَةٍ وَيَبْكِي حَتَّى أَصْبَحَ

তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন মিকদাদ (রা) ছাড়া আমাদের আর কেউ অশ্বারোহী ছিল না। আমরা দেখলাম রাসূল ﷺ একটি গাছের নিচে দাঁড়িয়ে সারারাত নামাজ পড়ছেন আর কাঁদছেন। এ অবস্থায় সকাল হয়ে গেল।[১১৪] উল্লেখ্য যে আল্লাহ তার এই দোয়া কবুল করেন এবং মুসলমানদের বিজয় সংবাদ দান করে ওহী নাযিল করেন।

৮.৫ সন্তান সন্ততির মৃত্যুর পরঃ সন্তান-সন্ততির মৃত্যুর পরে কান্নাটা রহমতের।[১১৫] রাসূল ﷺ এর চারজন কন্যা সন্তান ছিলেন। তাঁরা সকলেই প্রথম স্ত্রী খাদিজা (রা) এর ঔরষজাত সন্তান ছিলেন। তাঁরা হলেনঃ যয়নব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম ও ফাতিমা (রা)। ফাতিমা (রা) বাদে বাকি তিনজনই রাসূল ﷺ এর জীবদ্দশাতেই ইন্তেকাল করেন। একমাত্র কন্যা ফাতিমা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ওফাতের তিন মাস পরে ইন্তেকাল করেন।[১১৬] এছাড়া তিনজন পুত্র সন্তান ছিল। এদের মধ্যে দু'জন ছিল প্রথম

---

[১১৪]. আবু ইয়ালা আহমদ ইবন আলী, ***মুসনাদে আবু ইয়ালা*** (আল-মাকতাবাতুশ শামেলাহ), খ. ১ম, পৃ. ১৭৫, হাদিস নং. ২৮০

[১১৫]. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তার রহমতকে একশত ভাগে বিভক্ত করেছেন, একভাগ সমগ্র সৃষ্টির মাঝে বন্টন করে দিয়েছেন। যার ফলে তোমরা পরস্পরের প্রতি রহম কর এবং অনুগ্রহ কর। এ কারণে বন্য প্রাণীও তার বাচ্চাদের প্রতি অনুগ্রহ করে। আর বাকী ৯৯ ভাগ রহমত দিয়ে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন। সূনানে ইবনে মাজাহ, কিতাবুল জুহুদ, বাবু মা ইউরজা মিন রহমাতিল্লাহ ইয়াওমাল কিয়ামাহ, খ. ৫ পৃ. ৩৫২, হাদিস নং, ৪২৯৩।

[১১৬]. ইবন সাদ, আত-তবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৯-৩০।

স্ত্রী খাদিজা (রা) এর এবং অন্যজন দাসী মারিয়া কিবতিয়া (রা) এর। এরা হলেন কাশেম, আব্দুল্লাহ ও ইবরাহীম।[১১৭] এরা সবাই শিশুকালেই মারা যান। পুত্র ইবরাহীম যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কান্নাকাটি করেন।

عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه قَالَ دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - عَلَى أَبِى سَيْفٍ الْقَيْنِ - وَكَانَ ظِئْرًا لإِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ ، فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَذْرِفَانِ . فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رضى الله عنه - وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ « يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ » . ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم « إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ ، وَلاَ نَقُولُ إِلاَّ مَا يَرْضَى رَبُّنَا ، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ »

আনাস ইবন মালেক (রা) বলেন, আমরা রাসূল ﷺ এর সাথে তাঁর পুত্র ইবরাহীমের ধাত্রীর স্বামী কর্মকার আবু সাঈফের নিকট গেলাম। রাসূল ﷺ ইবরাহীমকে কোলে নিয়ে চুম্বন করলেন এবং আদর করলেন। এরপর আবার আমরা তাঁর কাছে গিয়ে দেখলাম ইবরাহীমের মুমূর্ষু অবস্থা। তখন রাসূল ﷺ এর চক্ষুদ্বয় হতে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। আব্দুর রহমান ইবন আওফ (রা) বলে উঠলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনিও (কাঁদছেন?)! তিনি বললেন, হে ইবন আওফ! ইহা মমতা। পুনরায় অশ্রুপাত করে বললেন, নিঃসন্দেহে চোখ কাঁদে আর হৃদয় হয় ব্যথিত। কিন্তু, আমরা

---

[১১৭]. ইবরাহীম রাসূলুল্লাহ (সা) এর তৃতীয় পুত্র ছিলেন এবং তিনি ৮ম হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মহানবী (সা) এর সর্বশেষ সন্তান ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর জন্মের ৭ম দিনে আকীকা করেন। এতে তিনি দু'টি মেষ জবেহ করে সম্পূর্ণ দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করে দেন এবং তাঁর মাথা মুণ্ডন করে চুল মাটিতে পুঁতে রাখেন এবং চুল পরিমাণ রৌপ্যের মূল্য গরিবদের মাঝে বিলিয়ে দেন। তিনি ১০ হিজরীর ১০ রবিউল আউয়াল মাসে মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুতে নবী (সা) বলেন, আল্লাহ ইবরাহীমের লালন পালনের জন্য বেহেশেতে জান্নাতী সেবিকা প্রেরণ করবেন। ইবন সাদ, আত-তবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৭।

কেবল তাই বলি যা আমাদের রব পছন্দ করেন। হে ইবরাহীম! আমরা তোমার বিচ্ছেদে শোকাভিভূত।[১১৮]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا حُضِرَتْ بِنْتٌ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- صَغِيرَةٌ فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم- فَضَمَّهَا إِلَى صَدْرِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَقَضَتْ وَهِيَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَبَكَتْ أُمُّ أَيْمَنَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « يَا أُمَّ أَيْمَنَ أَتَبْكِينَ وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عِنْدَكِ ». فَقَالَتْ مَا لِى لاَ أَبْكِى وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم يَبْكِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم « إِنِّى لَسْتُ أَبْكِى وَلَكِنَّهَا رَحْمَةٌ ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « الْمُؤْمِنُ بِخَيْرٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ تُنْزَعُ نَفْسُهُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ وَهُوَ يَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ».

ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল ﷺ এর ছোট মেয়ের মৃত্যু উপস্থিত হলে তিনি তাঁকে তুলে নিয়ে নিজ বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন, তারপর নিজের হাত তার ওপর রাখলেন। রাসূল ﷺ এর সামনেই তাঁর মৃত্যু হলো। তাতে উম্মে আইমান (রা) কাঁদতে লাগলেন। রাসূল ﷺ তাঁকে বললেন, হে উম্মে আইমান! তুমি কাঁদছো অথচ আল্লাহর রাসূল ﷺ তোমার সামনে উপস্থিত। তিনি বলেন, আমি কেন কাঁদব না যখন স্বয়ং আল্লাহর রাসূল ﷺ কাঁদছেন। রাসূল ﷺ বলেন, আমি কাঁদছি না বরং তা অন্তরের প্রকৃতিগত মায়া-মমতা। অতঃপর রাসূল ﷺ বলেন, মুমিন ব্যক্তি সর্বাবস্থায় ভালো থাকে। তার পার্শ্বদ্বয় থেকে তাঁর রুহ বের করা হয় অথচ তখনও সে মহামহিম আল্লাহর প্রশংসা করতে থাকে।[১১৯]

---

[১১৮]. বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায়: জানায়িয, অনুচ্ছেদ: কওলুন্নাবী (সা) ইন্না বিকা লা মাহযুনুন, খ. ৫ম, পৃ. ৫৭, হাদিস নং. ১২২০

[১১৯]. আহমদ ইবন শুআইব আবু আব্দুর রহমান আন নাসায়ী, *আস-সুনান*, অধ্যায়: জানায়িয, অনুচ্ছেদ: ফিল বুকা আলাল মায়্যিত, খ. ৬, পৃ. ৪১৯, হাদিস নং. ১৮০৪ আলবানি হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।

৮.৬ অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গিয়ে কান্না : মদিনার বিখ্যাত খাযরাজ গোত্রের বনী 'সায়িদাহ' শাখার সন্তান ছিলেন সাদ ইবনে উবাদা (রা)। শেষ আকাবার বাই'আতের সময় সাদ (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বনী সায়িদার নাকীব (দায়িত্বশীল) নিয়োগ করেন। হিজরতের দ্বাদশ মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরাইশদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য ছোট একটি বাহিনী নিয়ে মক্কার দিকে 'আবওয়া' নামক স্থানে যান। এটাকে 'ওয়াদ্দান' অভিযানও বলা হয়। এ বাহিনীতে কোনো আনসার মুজাহিদ ছিল না। এ সময় পনেরোটি রাত রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনার বাইরে ছিলেন। তিনি সাদ ইবন উবাদাকে (রা) স্বীয় প্রতিনিধি হিসেবে মদিনায় রেখে যান। মক্কা বিজয়ের দিন খোদ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ঝাণ্ডাটি সাদের হাতে ছিল। একবার তিনি অসুস্থ হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাগণকে সংগে করে তাঁকে দেখতে যান এবং কান্নাকাটি করেন। আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলেন,

قَالَ اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوَى لَهُ فَأَتَاهُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضى الله عنهم - فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ فِى غَاشِيَةِ أَهْلِهِ فَقَالَ « قَدْ قَضَى » . قَالُوا لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَبَكَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - بَكَوْا فَقَالَ « أَلاَ تَسْمَعُونَ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ ، وَلاَ بِحُزْنِ الْقَلْبِ ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا - وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ أَوْ يَرْحَمُ وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ » وَكَانَ عُمَرُ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَضْرِبُ فِيهِ بِالْعَصَا وَيَرْمِي بِالْحِجَارَةِ وَيَحْثِي بِالتُّرَابِ.

সাদ বিন উবাদাহ (রা) কোনো এক রোগে ভুগছিলেন। নবী ﷺ আব্দুর রহমান ইবনে আওফ, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস এবং আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) সহ তাঁকে দেখতে আসলেন। তাঁর কাছে গিয়ে দেখলেন তিনি পরিবার পরিজন দ্বারা বেষ্টিত আছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কি মারা গেছেন? তারা বলল, না, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! একথা শুনে রাসূল ﷺ

কেঁদে ফেললেন। রাসূল ﷺ এর কান্না দেখে তাঁরাও কাঁদতে লাগল। তখন তিনি বলেন, তোমাদের কোনো চোখের অশ্রু এবং অন্তরের শোকের জন্য আল্লাহ কাউকে শাস্তি দেবেন না। কিন্তু শাস্তি দেবেন অথবা দয়া করবেন এর জন্য, (এ বলে তিনি) নিজ জিহ্বার দিকে ইশারা করলেন। নিঃসন্দেহে মৃতের প্রতি পরিজনের বিলাপের দরুন শাস্তি দেওয়া হয়। উমর (রা) এর পুত্র আবদুল্লাহ (রা) আরো বলেন, উমর (রা) এর অবস্থা ছিল এমন যে, তিনি এরূপ কাঁদার জন্য লাঠি দ্বারা আঘাত করতেন, কংকর নিক্ষেপ করতেন এবং মুখে মাটি পুরে দিতেন।[১২০]

৮.৭ বদরের বন্দিদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর ক্রন্দনঃ বদরের যুদ্ধের সময় সত্তর জন কাফের মুসলমানদের হাতে বন্দি হন। তাদেরকে যুদ্ধের পরে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। মুক্তিপণ বাবদ প্রত্যেকের নিকট থেকে ৪০০০ দিরহাম গ্রহণ করা হয়। যারা দারিদ্রের কারণে অর্থ পরিশোধ করতে পারেনি কিন্তু লেখাপড়া জানে তাদেরকে আটকে রেখে মুক্তিপণ নির্ধারণ করা হয় প্রত্যেক বন্দি দশ জন নিরক্ষর মুসলমানকে পড়া লেখা শেখাবে। যারা না মুক্তিপণ পরিশোধে সক্ষম ছিল, না লেখাপড়া জানতো, তাদের এমনিতেই মুক্ত করে দেওয়া হয়। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে এতে একদিকে মহানবীর ন্যায়বিচার এবং অন্যদিকে একজন নিখুঁত পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তির স্বাভাবিক মর্যাদাই প্রতিফলিত হয়। এ ঘটনাটি বেশ কিছুসংখ্যক গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে।[১২১] আল্লামা শিবলি নোমানীর ভাষায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জামাতা আবুল আস এই বন্দিদের মধ্যে একজন

---

[১২০]. বুখারী, ***আস-সহীহ,*** অধ্যায়ঃ জানায়েয, অনুচ্ছেদঃ আল-বুকা ইনদাল মারিদ, খ. ১ম, পৃ. ৪৩৯, হাদিস নংঃ ১২৪২

[১২১]. আবদুল মালিক ইবন হিশাম, আল-সীরাতুন নাবাবীয়্যা, কায়রোঃ ১৯৫৫খ্রি., ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৫৩; মুহাম্মাদ ইবন আবদাল বাকী আল-যুরকানী, আরহুল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়াহ, খণ্ড ৮ম, পৃ. ৪৫১; মুহাম্মাদ ইবনুল জারীর আত-তাবারী, তারীখুর রসূল ওয়াল মুলূক, মিশরঃ ১৯৬১, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৮; সুসান আবু দাউদ, পৃ. ১১; শিবলী নোমানী, সীরাতুন্নবী, ভারতঃ আযমগড়ঃ ১৩৭৫হি. পৃ. ৩৩৩

ছিলেন। মুক্তিপণের অর্থ তার কাছে ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কন্যা যয়নাব তার স্ত্রী। মক্কায় তার স্ত্রীর নিকট মুক্তিপণের অর্থ পাঠানোর জন্য তিনি খবর পাঠালেন। যয়নাবের বিয়ের সময় মাতা খাদিজা (রা) একটি মূল্যবান গলার হার উপহার হিসেবে তাঁকে দিয়েছিলেন। যয়নাব এই হারটি খুলে মুক্তিপণ বাবদ মদিনায় পাঠালেন। হারটি দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ২৫ বছর পূর্বেকার স্মৃতি মনে পড়ে গেল। মেয়ের প্রতি স্নেহের কারণে তিনি কান্না রোধ করতে পারলেন না। কান্নারত অবস্থায় তাঁর সাহাবাগণকে বললেন, তোমরা যদি চাও তাহলে তাঁর মায়ের দেয়া স্মৃতি চিহ্নটি তাঁর মেয়ের কাছে ফেরত দিতে পারো। সকলে এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন এবং হারটি মক্কায় ফেরত পাঠানো হলো। আবুল আস মুক্তি লাভ করে মক্কায় ফিরে গিয়ে যয়নাবকে মদিনায় পাঠিয়ে দিলেন।

মুক্তিপণের বিনিময়ে বদরের যুদ্ধবন্দিদের মুক্তি দেওয়া আল্লাহ পছন্দ করেননি। তাই তিনি ওহীর মাধ্যমে সতর্ক করে দিলেন। তিরস্কারসূচক এই ওহী নাযিলের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর (রা) কেঁদে ফেলেন। এ ব্যাপারে ইবনে আব্বাস (রা) এর হাদিসটি প্রণিধানযোগ্য।

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদরের যুদ্ধের দিন যখন মুসলমানরা কুরাইশদের বন্দি করে নিয়ে আসলো তখন রাসূল ﷺ তাদের ব্যাপারে আবু বকর ও উমর (রা) এর সঙ্গে পরামর্শ করে কয়েদিদের ব্যাপারে তাদের অভিমত জানতে চাইলেন। জবাবে আবু বকর (রা) বললেন, হে আল্লাহর নবী ﷺ! ওরা সবাই আমাদের চাচাতো ভাই ও স্বগোত্রীয়, তাই আমি মনে করি, তাদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করা হোক। ফলে একদিকে কাফিরদের ওপর আমাদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে। অপরদিকে হয়তো অচিরেই আল্লাহ তাদেরকে ইসলামের হেদায়াত দান করবেন। অতপর রাসূল ﷺ উমরকে (রা) লক্ষ্য করে বললেন, হে ইবনুল খাত্তাব! তোমার অভিমত কি? জবাবে তিনি বলেন, আমি বললাম (আবু বকর যা বলেছেন) আল্লাহর কসম, তা হতে পারে না, হে আল্লাহর রাসূল! আবু বকরের মতের সাথে আমি একমত নই। আমি মনে করি যদি

আমাদের ক্ষমতা বা অধিকার দেওয়া হয় তাহলে আমরা তাদের সকলের ঘাড় সংহার করে দেব। সুতরাং আলী (রা) কে অধিকার দিন তিনি (তাঁর ভাই) আকিল থেকে বুঝাপড়া করে নেবে এবং তিনিই তার ঘাড় সংহার করবেন। আর আমি উমারকে আমার নিকটতম অমুক সম্পর্কে অধিকার দিন, আমি তার ঘাড় সংহার করব। কেননা তারা হচ্ছে কুফরের সংগঠন এবং তাদেরই নেতা বা সরদার। (উমর (রা) বলেন) কিন্তু রাসূল ﷺ আবু বকর যা বলেছেন সে দিকেই ঝুঁকে পড়লেন বা তা সমর্থন করলেন, আর আমি যা বললাম তা সমর্থন করলেন না। পরদিন আমি যখন গেলাম তখন দেখলাম, রাসূল ﷺ ও আবু বকর (রা) উভয়ে এক জায়গায় উপবিষ্ট। কিন্তু দুজনই কাঁদছেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! অনুগ্রহ করে আমাকে বলুন, আপনিই বা কেন কাঁদছেন আর আপনার সাথীই বা কেন কাঁদছে? যদি আমি পারি তাহলে আমিও কাঁদব, আর যদি আমার কান্না না আসে, অন্তত আপনাদের উভয়ের কান্নার দরুন আমিও কান্নার ভান করব। উত্তরে রাসূল ﷺ বললেন, ওসব কয়েদিদের থেকে মুক্তিপণ হিসাবে মাল নেওয়ায় তোমার সাথীদের ওপর যে বিপর্যয় নেমে আসছে সে জন্য আমি কাঁদছি। বস্তুত তাদের উপরের আযাব ও শাস্তি ঐ বৃক্ষটির চেয়ে অতি নিকটে আমার নিকট তুলে ধরা হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন (এ কথাগুলো বলার সময়) নবী ﷺ এর নিকট একটি বৃক্ষ ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালা নিম্নের আয়াতটি নাযিল করেন। আল্লাহর বাণী[১২২] "দেশে সম্পূর্ণভাবে শত্রু নিপাত না করা পর্যন্ত নিজের কাছে বন্দি রাখা কোনো নবীর জন্য সংগত নয়। যা হোক যুদ্ধে তোমরা যা লাভ করেছ তা বৈধ ও উত্তম বলে ভোগ কর," এই পর্যন্ত। সে থেকে আল্লাহ মুসলমানদের জন্য গণীমাত হালাল করেছেন।[১২৩]

---

[১২২] আল-কুরআনুল কারীম, সূরা আনফাল, আয়াত ৬৮।

[১২৩]. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ, বাবু আল-ইমদাদ বিল মালাইকাহ ফি গুযওয়াতি বদর, খ. ৫, পৃ. ১৫৬, হাদিস নং ৪৬৮৭।

৮.৮ রাসূল ﷺ এর চাচা হামজা (রা) এর জন্য ক্রন্দন: হামজা (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আপন চাচা অন্যদিকে তাঁর দুধ ভাই। আবু লাহাবের দাসী সুওয়াইবা তাঁদের দুজনকে দুধ পান করিয়েছিল। বয়সে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ অপেক্ষা দু' বছর মতান্তরে চার বছরের বড় ছিলেন। উমর (রা) এর ইসলাম গ্রহণের কিছুদিন পূর্বে হামজা (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর মুসলমানদের ওপর কাফেরদের অহেতুক বাড়াবাড়ি ও বেপরোয়া ভাব অনেকটাই বন্ধ হয়ে যায়। কারণ তাঁর সাহস ও বীরত্বের কথা মক্কার প্রতিটি লোক জানতো। নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরে আরো অনেকের সাথে তিনি মদিনায় হিজরত করেন। ইসলামের ইতিহাসের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ বদর। এ যুদ্ধে কাফেরদের নেতৃস্থানীয় অনেকে হামজা (রা) এর হাতে নিহত হয়, এ কারণে কুরাইশদের সকলেই তাঁকে হত্যা করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। পরবর্তী যুদ্ধ ওহুদে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। হামজার শাহাদাতের পর কুরাইশ রমণীরা আনন্দ সংগিত গেয়েছিল। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতে উতবা হামজার নাক-কান কেটে অলংকার বানিয়েছিল। বুক, পেট চিরে কলিজা বের করে চিবিয়ে থুথু নিক্ষেপ করেছিল। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, সে কি তার কিছু অংশ খেয়েও ফেলেছে? লোকেরা বলেছিল, না। তিনি বলেছিলেন, হামজার দেহের কোনো একটি অংশও আল্লাহ জাহান্নামে যেতে দেবেন না। যেহেতু হিন্দা তাঁর নাক-কান কেটে বিকৃত করে ফেলেছিল, তাই এ দৃশ্য দেখে তিনি কেঁদে ফেললেন। তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন তুমি হবে 'সাইয়্যেদুশ শুহাদা' বা সকল শহীদের নেতা। তিনি আরো বলেন, তোমার ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। আমার জানামতে তুমি ছিলে আত্মীয়তার সম্পর্কের ব্যাপারে অধিক সচেতন, অতিশয় সৎকর্মশীল। যদি সাফিয়্যার শোক ও দুঃখের কথা আমার জানা না থাকতো তাহলে এভাবেই তোমাকে ফেলে রেখে যেতাম, যাতে পশু পাখি তোমাকে খেয়ে ফেলত এবং কিয়ামতের দিন তাদের পেট থেকে আল্লাহ তোমাকে জীবিত করতেন। আল্লাহর কসম তোমার প্রতিশোধ নেওয়া আমার ওপর ওয়াজিব। আমি তাদের সত্তরজনকে তোমার মত নাক-কান কেটে বিকৃত করব। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কসমের পর জিবরীল (আ) সূরা নাহলের নিম্নোক্ত আয়াত দু'টি নিয়ে অবতীর্ণ হলেন:

-وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ

"আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঐ পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, যে পরিমাণ তোমাদেরকে কষ্ট দেওয়া হয়। যদি সবর কর, তবে সবরকারীদের জন্য আল্লাহ উত্তম। আপনি সবর করবেন। আপনার সবর একমাত্র আল্লাহর জন্য। তাদের জন্য দুঃখ করবেন না এবং তাদের চক্রান্তের কারণে মন ছোট করবেন না।"[১২৪] এ আয়াত নাযিলের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ কসমের কাফফারা আদায় করেন।

চাচা হামজা (রা) উহুদ যুদ্ধে[১২৫] শাহাদাতের পর যখন তাঁর নাক, কান কেটে বিকৃত করা হয়েছিল তখন রাসূল ﷺ এই পৈচাশিকতা দেখে কেঁদেছিলেন। ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত হাদিস,[১২৬]

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَرَّ بِنِسَاءِ عَبْدِ الأَشْهَلِ يَبْكِينَ هَلْكَاهُنَّ يَوْمَ أُحُدٍ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَكِنَّ حَمْزَةَ لاَ بَوَاكِيَ لَهُ , فَجَاءَ نِسَاءُ الأَنْصَارِ يَبْكِينَ حَمْزَةَ ، فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , فَقَالَ : وَيْحَهُنَّ مَا انْقَلَبْنَ بَعْدُ ؟ مُرُوهُنَّ فَلْيَنْقَلِبْنَ ، وَلاَ يَبْكِينَ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْمِ.

রাসূল ﷺ বনূ আশহালের মহিলাদের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন, তারা ওহুদ যুদ্ধের দিন শাহাদাত প্রাপ্তদের জন্য কাঁদছিলেন। রাসূল ﷺ বললেন, কিন্তু হামজা (রা) এর জন্য কান্নার কেউ নেই। অতঃপর আনসার মহিলাদের একদল এসে হামজা (রা) এর জন্য কান্না শুরু করে দিল। (কান্নার শব্দে) রাসূল ﷺ জেগে উঠে বললেন, তোমাদের ধ্বংস হোক! এরপর কি তোমরা পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে? আজকের পরে তারা আর কোনো শাহাদাত বরণকারীর জন্য (জাহেলিয়াত যুগের ন্যায় জড় হয়ে) কাঁদেন নাই।

---

[১২৪] আল-কুরআন সূরা নাহল, ১২৬-২৭

[১২৫]. **উহুদ যুদ্ধ: ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দে ৩ হিজরীর শাওয়াল মাসে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।** এ যুদ্ধে ৭০ জন মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন। যার মধ্যে রাসূল (সা) এর চাচা হামজা (রা)ও ছিলেন।

[১২৬]. ইবনে মাজাহ, কিতাবুল জানায়েয, বাবু মা যায়া ফিল বুকা আলাল মায়্যিত, খ. ২, পৃ. ৫২৫, হাদিস নং ১৫৯১, আলবানি বলেন, হাদিসটি হাসান সহীহ।

৮.৯ মুতার যুদ্ধের তিন জন সাহাবীর জন্য ক্রন্দন: মুতার যুদ্ধে[১২৭] শাহাদাত বরণকারী তিনজন সেনাপতিই ছিলেন আল্লাহর ওয়াদা পালনকারী বান্দা। যে সব ওয়াদা পালনকারী বান্দা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,[১২৮]

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

"আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাঁদের জান ও মাল এই মূল্যে ক্রয় করেছেন যে, তাঁদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তাঁরা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাস্তায় অতঃপর মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেন-দেনের ওপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। আর এ হল মহান সাফল্য।"

যায়েদ ইবনে হারেসা, জাফর ইবনে আবি তালিব এবং আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার শাহাদাতের পর রাসূল ﷺ অঝোর ধারায় কেঁদেছিলেন। হাদিসে এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى زَيْدًا وَجَعْفَرًا وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ فَقَالَ أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَ جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ حَتَّى أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ

---

১২৭. **মুতার যুদ্ধ:** মুতা হলো উরদুন অঞ্চলের বালকা নামক স্থানের নিকটবর্তী একটি জনপদের নাম। ৮ম হিজরীর জামদিউল উলা মাসে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রাসূল ﷺ এর জীবদ্দশাতে এটি ছিল সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। রাসূল ﷺ যায়েদ ইবন হারেসাকে প্রথম অধিনায়ক মনোনীত করে দেন এবং বলেন, যায়েদ শাহাদাত বরণ করলে তোমাদের অধিনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করবে জা'ফর ইবন আবি তালিব। জাফর শাহাদাত বরণ করলে আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা এ দায়িত্ব গ্রহণ করবে। যুদ্ধের মাঠে একে একে তিনজন সেনাপতিই শাহাদাত বরণ করলে খালিদ বিন ওয়ালীদ চতুর্থ সেনাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তার হাতেই মুসলমানরা বিজয় অর্জন করেন।

১২৮. কুরআনুল কারীম, সূরা আত-তওবাহ, আয়াত ১১১।

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) যুদ্ধের ময়দান থেকে খবর আসার আগেই নবী ﷺ লোকদেরকে যায়েদ ইবনে হারেসা, জাফর ইবনে আবু তালিব এবং আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহার শাহাদাতের কথা জানিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, যায়েদ পতাকা নিয়ে অগ্রসর হলো এবং শাহাদাতবরণ করল। তখন জাফর পতাকা নিয়ে অগ্রসর হলো এবং সেও শাহাদাতবরণ করল। এরপর ইবনে রাওয়াহা পতাকা নিয়ে অগ্রসর হলো এবং সেও শাহাদাতবরণ করল। একথা বলার সময় নবী ﷺ এর দুচোখ থেকে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তে থাকলো। তিনি বললেন, অবশেষে আল্লাহর এক তরবারি পতাকা হাতে অগ্রসর হলো আর তাঁর নেতৃত্বে আল্লাহ তাঁদেরকে শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করলেন।[১২৯]

৮.১০ মুসআব ইবনে উমায়ের (রা) এর জন্য ক্রন্দন: মুসআব ইবনে উমাইর (রা) কে মদিনাতে তালি দেওয়া কাপড় পরতে দেখে রাসূল ﷺ কাঁদছিলেন আর বলছিলেন,

عَلِيَّ بْنَ أبِي طَالِبٍ ، يَقُولُ : إنَّا لَجُلُوسٌ مَعَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ طَلَعَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ مَا عَلَيْهِ إلاَّ بُرْدَةٌ لَهُ مَرْقُوعَةٌ بِفَرْوٍ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَى لِلَّذِي كَانَ فِيهِ مِنَ النِّعْمَةِ وَالَّذِي هُوَ الْيَوْمَ فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَيْفَ بِكُمْ إِذَا غَدَا أَحَدُكُمْ فِي حُلَّةٍ وَرَاحَ فِي حُلَّةٍ وَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ صَحْفَةٌ وَرُفِعَتْ أُخْرَى وَسَتَرْتُمْ بُيُوتَكُمْ كَمَا تُسْتَرُ الْكَعْبَةُ ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مِنَّا الْيَوْمَ نَتَفَرَّغُ لِلْعِبَادَةِ وَنُكْفَى الْمُؤْنَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لأَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ.

আলী ইবনে আবি তালিব (রা) বলেন, আমরা রাসূল ﷺ এর সাথে মসজিদে বসা ছিলাম। এমন সময় চামড়ার তালিযুক্ত একটি চাদর গায়ে মুসআব ইবনে উমাইর (রা) এসে আমাদের সামনে উপস্থিত হন। রাসূল

---

[১২৯]. সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাজি, বাবু গুজওয়াতুল মুতা, খ. ৪, পৃ. ১৫৫৪, হাদিস নং ৪০১৪।

ﷺ তাঁর বর্তমান করুণ অবস্থা দেখে এবং তাঁর অতীতের স্বচ্ছল অবস্থার[১৩০] কথা স্মরণ করে কেঁদে ফেললেন। অতঃপর রাসূল ﷺ বলেন, সে সময় তোমাদের কি অবস্থা হবে, যখন তোমাদের কেউ সকালে এক জোড়া পোশাক পরবে আর বিকালে পরবে অন্য জোড়া। আর তার সামনে খাদ্যভর্তি একটি পেয়ালা রাখা হবে আর অপরটি উঠিয়ে নেওয়া হবে। তোমরা তোমাদের ঘরসমূহকে এমনভাবে ঢেকে রাখবে, যেভাবে কাবা ঘরকে গিলাফে ঢেকে রাখা হয়। সাহাবীগণ আরয করলেন হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমরা তো তখন বর্তমানের চাইতে অনেক স্বচ্ছল থাকবো। ফলে ইবাদত বন্দেগীর জন্য অনেক অবসর পাব। রাসূল ﷺ বলেন, বরং বর্তমানটাই তোমাদের জন্য তখনকার তুলনায় অনেক উত্তম।[১৩১]

---

১৩০. মুসআব ইবন উমাইর পিতা-মাতার পরম আদরে ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিত মক্কার অন্যতম সুদর্শন যুবক ছিলেন। মা সম্পদশালী হওয়ার কারণে অত্যন্ত ভোগ বিলাসের মধ্যে তাঁকে প্রতিপালন করেন। তখনকার যুগে মক্কার যত রকমের চমৎকার পোশাক ও উৎকৃষ্ট খুশবু পাওয়া যেত তা সবই তিনি ব্যবহার করতেন। ইসলামের প্রথম যুগেই তিনি মুসলমান হন এবং হাবশায় হিজরত করেন। হজ্জের সময় মদিনা থেকে কতিপয় লোক মক্কায় এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে গোপনে আকাবায় সাক্ষাৎ করল এবং তাঁর উপর ঈমান এনে বাইয়াত করল। তাদেরকে দ্বীনের তালিম দেওয়ার জন্য, অন্যদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য এবং মদিনাকে হিজরতের জন্য প্রস্তুত করার জন্য তারা মদিনায় ফিরে যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসআবকে তাঁদের সাথে দূত হিসেবে প্রেরণ করেন। এভাবে তিনি ছিলেন ইসলামের ইতিহাসের প্রথম দূত। উহুদের যুদ্ধের দিন মুসআব মুসলমানদের ঝাণ্ডা বহন করেন। মুসলমানরা যখন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েন মুসআব তখন অটল হয়ে রুখে দাঁড়ান। অশ্বারোহী ইবন কামীয়া তাঁর দিকে এগিয়ে এসে তরবারির এক আঘাতে তাঁর ডান হাতটি বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। মুসআব তখন বলে ওঠেন, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ মুহাম্মদ একজন রাসূল ছাড়া আর কিছু নন। তাঁর পূর্বে আরো বহু রাসূল অতিবাহিত হয়েছেন। মুসআব বাম হাতে ঝাণ্ডাটি তুলে ধরেন। তরবারির অন্য একটি আঘাতে তাঁর বাম হাতটিও বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়। আবারো তিনি وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ মুহাম্মদ একজন রাসূল ছাড়া আর কিছু নন এ কথাটি বলতে বলতে ঝাণ্ডার উপর ঝুঁকে পড়ে দুই বাহু দ্বারা সেটি তুলে ধরেন। তারপর তার প্রতি বর্শা নিক্ষেপ করা হয়। পতাকাসহ তিনি মাটিতে ঢলে পড়েন এবং শাহাদাত বরণ করেন। মুসআব শাহাদাতের পূর্বে যে বাক্যটি বার বার উচ্চারণ করছিলেন তখনও কিন্তু সেটি কুরআনের আয়াত হিসেবে নাযিল হয়নি। উহুদের এ ঘটনার পরই وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ এ আয়াতটি নিয়ে জিবরীল (আ) উপস্থিত হন।

১৩১. সুনান আত-তিরমিজি, **কিতাবু ছিফাতুল কিয়ামাহ,** বাব ৩৫:কষ্টের দিন স্বাচ্ছন্দের দিনের চেয়ে উত্তম, খ. ৪, পৃ. ২২৮, হাদিস নং ২৪৭৬, ইমাম তিরমিজি বলেন, হাদিসটি হাসান গরীব।

ওহুদে মুসআব ইবনে উমায়েরের (রা) শাহাদাতের পর দাফনের সময় কাপড় কম পড়ে যায়, মাথা ঢাকলে পা আর পা ঢাকলে মাথা বের হয়ে যায়। মুসআব ইবনে উমাইর (রা) এর এ অবস্থা সাহাবা কেরাম রাসূল ﷺ কে বললে তিনি কাঁদতে থাকেন আর বলেন,[১৩২] চাদর দিয়ে মাথার দিক দিয়ে যতটুকু ঢাকা যায় ঢেকে দাও, বাকি পায়ের দিকে 'ইযখীর' ঘাস দাও। রাসূল ﷺ মুসআবের লাশের পাশে দাঁড়িয়ে পাঠ করলেন,

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

"মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি।"[১৩৩]

তারপর তাঁর কাফনের চাদরটির দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি তোমাকে মক্কায় দেখেছি। সেখানে তোমার চেয়ে কোমল চাদর এবং সুন্দর যুলফী আর কারো ছিল না। আর আজ তুমি এখানে এই চাদরে ধুলি মলিন অবস্থায় পড়ে আছ। তিনি আরো বলেন, আল্লাহর রাসূল সাক্ষ্য দিচ্ছে, কিয়ামতের দিন তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে সাক্ষ্যদানকারী হবে। তারপর সংগীদের দিকে ফিরে তিনি বলেন, ওহে জনমণ্ডলী! তোমরা তাঁদের যিয়ারত কর, তাদের কাছে এস। তাঁদের ওপর সালাম পেশ কর। যাঁর হাতে আমার জীবন সেই সত্তার শপথ! কিয়ামত পর্যন্ত যে কেউ তাঁদের ওপর সালাম পেশ করবে তাঁরা সেই সালামের জওয়াব দেবে।

---

[১৩২]. প্রাগুক্ত, কিতাবুর রিকাক, বাবু ফাদলুল ফাকর।

[১৩৩]. কুরআনুল কারীম, সূরা আল-আহযাব, আয়াত ২৩।

৮.১১ চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের নামাজের সময় ক্রন্দন:[১৩৪] হাদিসে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَطَالَ الْقِيَامَ ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ - قَالَ شُعْبَةُ : وَأَحْسَبُهُ قَالَ : فِي السُّجُودِ نَحْوَ ذَلِكَ - وَجَعَلَ يَبْكِي فِي سُجُودِهِ وَيَنْفُخُ وَيَقُولُ : رَبِّ لَمْ تَعِدْنِي هَذَا وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ ، لَمْ تَعِدْنِي هَذَا وَأَنَا فِيهِمْ ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ : عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ حَتَّى لَوْ مَدَدْتُ يَدِي تَنَاوَلْتُ مِنْ قُطُوفِهَا ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ فَجَعَلْتُ أَنْفُخُ خَشْيَةَ أَنْ يَغْشَاكُمْ حَرُّهَا ، وَرَأَيْتُ فِيهَا سَارِقَ بَدَنَتَيْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وَرَأَيْتُ فِيهَا أَخَا بَنِي دُعْدُعٍ سَارِقَ الْحَجِيجِ ، فَإِذَا فُطِنَ لَهُ قَالَ : هَذَا عَمَلُ الْمِحْجَنِ ، وَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً طَوِيلَةً سَوْدَاءَ تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا ، فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا ، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ ، وَإِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ ، فَإِذَا انْكَسَفَتْ إِحْدَاهُمَا - أَوْ قَالَ : فَعَلَ أَحَدُهُمَا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ - فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল ﷺ এর যুগে সূর্যগ্রহণ হলো। রাসূল ﷺ নামাজ পড়লেন এবং তাতে দীর্ঘ কিয়াম করলেন। অতঃপর রুকুতে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করলেন। এরপর রুকু থেকে উঠে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। (অধস্তন রাবী) শো'বা বলেন, আমার ধারণা মতে তিনি (আতা) সিজদার ব্যাপারেও অনুরূপ বলেছেন। তিনি সিজদার অবস্থায়

---

[১৩৪]. ***সহীহ বুখারী,*** অধ্যায়: আল-কুসূফ, অনুচ্ছেদ: খুতবাতুল ইমামি ফিল কুসূফ, হাদিস নং-৯৯৯, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৫; সূর্য গ্রহণের নামাজকে সালাতুল কুসূফ বলে, আর চন্দ্র গ্রহণের নামাজকে সালাতুল খুসূফ বলে। তবে কখনো কখনো একটি অন্যটির অর্থেও ব্যবহৃত হয়। হানাফী মতে সূর্য গ্রহণের নামাজ সুন্নাত এবং জামাআতে পড়তে হয়। চন্দ্র গ্রহণের নামাজ মুস্তাহাব এবং একা একা পড়তে হয়। উভয় নামাজ দুই থেকে চার রাকাআত পর্যন্ত পড়া যায়। অন্যান্য সুন্নাত ও নফল নামাজের নিয়তেই তা পড়তে হয়; অর্থাৎ-প্রতি রাকাআতে এক রুকূ দুই সিজদা। ইমাম আবু হানিফা ও শাফেয়ী (র) এর মতে, সূর্য গ্রহণের নামাজে কিরআত উচ্চস্বরে পড়া যাবে না। কিন্তু এই দুই ইমামের অনুসারীরা তাদের স্ব স্ব ইমামের মত ত্যাগ করেছে। ***সুনানে তিরমিযী,*** অনুবাদ, বি, আই. সি. ৫ম সং, ২০০৯, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৬

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছেন আর বলেছেন: "হে আমার রব! আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনারত অবস্থায় তুমি আমার সাথে এটির (শাস্তি প্রদানের) ওয়াদা করনি। আমি তাদের মাঝে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তুমি আমার সাথে এটির (শাস্তি প্রদানের) ওয়াদা করনি (বরং তার বিপরীত ওয়াদা করেছ)।" তিনি নামাজ শেষে বলেন, আমার সামনে জান্নাত পেশ করা হয়েছিল, এমনকি আমি যদি আমার হাত প্রসারিত করতাম তাহলে তার ফলগুচ্ছ সংগ্রহ করতে পারতাম। আমার সামনে দোজখও পেশ করা হয়েছিল। আমি তাতে এই আশংকায় ফুঁ দিতে লাগলাম যে, তার উত্তাপ তোমাদের পরিবেষ্টন করে কি না! আমি তাতে আল্লাহর রাসূলের ﷺ (আমার) একজোড়া উট চোরকেও দেখলাম। আমি তাতে হাজীদের মালচোর আদ-দা'দা' গোত্রের সেই ব্যক্তিকেও দেখলাম। তার শাস্তি অনুভূত হলে সে বলে, এতো বাঁকা মাথাবিশিষ্ট লাঠির কাজ। আমি তাতে দীর্ঘকায় এক নারীকেও দেখলাম যাকে একটি বিড়াল বেঁধে রাখার অপরাধে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। সে সেটিকে পানাহারও করতে দেয়নি এবং বন্ধনমুক্তও করেনি যে, তা জমিনের কীটপতঙ্গ খেয়ে জীবন ধারণ করতে পারত, শেষে সেটি মারা যায়। আর নিশ্চয় চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ কারো জন্ম বা মৃত্যুর কারণে হয় না, বরং এরা হলো আল্লাহর নিদর্শনসমূহের দুটি নিদর্শন।[১৩৫] অতএব যখন এতদুভয়ের কোনোটির গ্রহণ লাগে অথবা এর কোনোটির অনুরূপ কোনো কিছু ঘটে তখন তোমরা মহামহিম আল্লাহর যিকিরে ধাবিত হও।[১৩৬]

---

[১৩৫]. রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ছেলে ইবরাহীম যেদিন মৃত্যুবরণ করেন সেদিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। ফলে লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো যে, ইবরাহীমের মৃত্যুর কারণেই সূর্যগ্রহণ হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনগুলোর মধ্যে অন্যতম। কারো মরা অথবা বাঁচার কারণে এদের গ্রহণ হয় না। অতএব তোমরা যখনই এদের গ্রহণ দেখবে তখন ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত তোমরা আল্লাহর কাছে দু'আ করতে এবং নামাজ পড়তে থাকবে। হায়কল, ড. মুহাম্মদ হুসাইন, অনু. মাওলানা আব্দুল আউয়াল, ***মহানবীর জীবন চরিত*** (ঢাকা: ই. ফা. বা. ১ম সং, ১৯৯৮), পৃ. ৬০৭

[১৩৬]. সূনান আন-নাসায়ী, কিতাবুল খুসুফ, বাবু আল কওলু ফিস সুজুদ ফি সালাতিল কুসুফ, খ. ৫, পৃ. ৩৯৭, হাদিস নং ১৪৭৯, আলবানি হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন। বুখারী ও মুসলিমে হাদিসটি কান্নার শব্দটি বাদ দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

৮.১২ উসমান ইবনে মাজউন (রা)[১৩৭] এর জন্য ক্রন্দনঃ আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত।

عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ ثُمَّ بَكَى حَتَّى رَأَيْتُ الدُّمُوعَ تَسِيلُ عَلَى وَجْنَتَيْهِ.

তিনি বলেন, উসমান ইবনে মাজউন (রা) অসুস্থ হলে রাসূল ﷺ দেখতে গেলে তাকে মৃত অবস্থায় পেলেন। অতঃপর রাসূল ﷺ মুখ খুললেন এবং অধমুখী হয়ে তাকে চুমু দিয়ে কান্না শুরু করলেন, এমনকি (রাবী বলেন) আমি দেখলাম তাঁর চোখের পানি দুই গণ্ডদেশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।[১৩৮]

---

[১৩৭]. উসমান ইবন মাজউন (রা) ছিলেন ইসলামের প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণকারী মুসলমান। তাঁর পূর্বে তেরজন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন এ হিসেবে চৌদ্দতম ব্যক্তি। নবুওয়াতের ৫ম বর্ষে সর্বপ্রথম মুসলমানদের যে দলটি হাবশায় হিজরত করেন। তিনি ছিলেন তাঁদের আমীর বা নেতা। ইসলামের প্রথম যুদ্ধ বদরেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধ থেকে ফেরার পথেই তিনি অসুস্থ হয়ে যান এবং এ অসুস্থতাতেই মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন মদিনায় স্বাভাবিক মৃত্যুবরণকারী প্রথম মুহাজির এবং মদিনার জান্নাতুল বাকী গোরস্থানে দাফনকৃত প্রথম মুসলমান।

[১৩৮]. সূনানুল কুবরা,লিল বায়হাকী, কিতাবুল জানায়েজ, বাবু আদ-দুখুল আলাল মায়্যেত ওয়া তাকবিলিহী, খ. ৩, পৃ. ৪০৭, হাদিস নং ৬৯৫৯। আলবানি হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।

৮.১৩ হুনায়েনের গণিমাত বন্টনের সময় ক্রন্দন: হুনায়েনের যুদ্ধে[১৩৯] মুসলমানরা প্রচুর গণিমাত লাভ করেন। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন,

لما أعطى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ما أعطى من تلك الغنائم في قريش وقبائل العرب ولم يعط الأنصار شيئاً وجدوا في أنفسهم حتى قال قائلهم: لقي رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قومه. فأخبر سعد بن عبادة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بذلك، فقال له: فأين أنت يا سعد ؟ قال: أنا من قومي. قال: فاجمع قومك لي، فجمعهم. فأتاهم رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال: ما حديث بلغني عنكم ؟ ألم آتكم ضلالاً فهداكم الله بي ؟ وفقراء فأغناكم الله بي ؟ وأعداء فألف الله بين قلوبكم بي ؟ قالوا: بلى والله يا رسول الله، ولله ورسوله المن والفضل. فقال: ألا تجيبوني ؟ قالوا: بماذا نجيبك ؟ فقال: والله لو شئتم لقلتم فصدقتم: أتيتنا مكذباً فصدقناك، ومخذولاً فنصرناك، وطريداً فآويناك، وعائلاً فواسيناك، أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوماً ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم، أفلا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم ؟ والذي نفسي بيده لولا الهجرة لكنت أمرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعباً وسلكت الأنصار شعباً

---

[১৩৯]. হুনায়েনের যুদ্ধ: হুনায়েন ছিল যুল মাজাযের নিকটবর্তী একটি স্থানের নাম। মক্কা বিজয়ের পর হওয়াজিন ও সাকিফ গোত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে নতুনভাবে ষড়যন্ত্র শুরু করেছিল। এরই অংশ হিসেবে তারা রাসূল ﷺ এর মোকাবেলা করার জন্য হুনায়েনে তাঁবু খাটালেন। তাদের ষড়যন্ত্রের খবর জানতে পেরে রাসূল ﷺ ১২০০০ সৈন্য নিয়ে ৮ম হিজরীর ৬ শাওয়াল মাসে, মক্কা বিজয়েরর ১৯তম দিনে হুনায়েন অভিমুখে যাত্রা করেন। যুদ্ধের শুরুতে মুসলিম শিবিরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলেও শেষ পর্যন্ত রাসূল ﷺ এর নেতৃত্বে মুসলমানরা বিজয় অর্জন করেন। এ যুদ্ধ থেকে মুসলিম বাহিনী যে গনিমত লাভ করে এর পরিমাণ হলো:
২৪০০০ উট
৪০০০০ ভেড়া
৪০০০ আওকিয়া রৌপ্যমুদ্রা
৬০০০ যুদ্ধ বন্দি। ইবন সাদ, আত-তবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫২।

لسلكت شعب الأنصار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله قسماً وحظاً.

রাসূল ﷺ যখন নব দীক্ষিত মুসলমানদের বেশি পরিমাণ গণিমাত দান করলেন তখন আনসার সাহাবীরা পরস্পর বলাবলি করছিলো যে, "আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কওমের লোকদের পেট ভরে দিয়েছেন।" আনসারদের নেতা সাদ ইবনে উবাদাহ (রা) আনসারদের মনোভাব রাসূল ﷺ কে বললেন। রাসূল ﷺ তখন সাদ ইবনে উবাদাহকে উদ্দেশ্যে করে বললেন, فأين أنت يا سعد ؟ 'হে সাদ, তোমার মতামত কি?' তখন সাদ ইবনে উবাদাহ বলেন, أنا من قومي 'আমি আমার কওমের পক্ষে।' রাসূল ﷺ তখন সাদ ইবনে উবাদাহকে তাঁর কওমকে একত্রিত করতে বললেন এবং তাদের নিকট গিয়ে ভাষণ দিলেন। মহানবী ﷺ বললেন, হে আনসার সম্প্রদায়! তোমাদের সম্পর্কে আমি যেসব কথা শুনতে পেলাম তা কি সত্য? আমি কি তোমাদের পথভ্রষ্ট পাইনি? এরপর আল্লাহ্ আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে সত্য পথ প্রদর্শন করেছেন। তোমরা কি গরীব ছিলে না? অতঃপর আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের স্বচ্ছলতা দান করেছেন। তোমরা কি একে অপরের শত্রু ছিলে না? অতঃপর আমার মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদেরকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। আনসারগণ তখন বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ আমাদের প্রতি অশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন। রাসূল ﷺ আনসারদের বললেন, তোমরা কি আমার প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব দেবে না? তারা বললেন, সত্যিই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ আমাদের প্রতি অশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন।

রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহর শপথ! তোমরা ইচ্ছা করলে জবাব দিতে পারতে আর তা সঠিক হতো ও প্রমাণিতও হতো। যেমন তোমরা বলতে পারতে, আপনি এরূপ পরিস্থিতিতে এসেছিলেন যে, মানুষ আপনার কথা বিশ্বাস করছিলো না। কিন্তু আমরা আপনার কথা বিশ্বাস করেছি। আপনাকে

জন্মভূমি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিলো, কিন্তু আমরা আপনাকে আশ্রয় দান করেছি। আপনি নিঃস্ব ছিলেন, আমরা আপনার প্রতি সমবেদনা জানিয়েছি। হে আনসার সম্পদায়! আমি নতুন মুসলমানদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার যে সম্পদ আমি তাদের দিয়েছি তাতে কি তোমরা মন খারাপ করেছ? বস্তুত আমি তোমাদের ঈমানের দৃঢ়তার ওপর পুরোপুরি আস্থা স্থাপন করেছি। হে আনসার সম্প্রদায়! তোমরা কি আনন্দিত ও সন্তুষ্ট নও যে, মানুষ তাদের সাথে উট, ছাগল, ভেড়া নিয়ে যাবে, আর তোমরা আল্লাহর রাসূলকে সাথে নিয়ে ফিরে যাবে। মহান সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ করে বলছি, যদি হিজরত না হতো, তাহলে আমিও আনসারদের একজন হতাম। সব লোক যদি এক পথে চলে আর আনসাররা যদি ভিন্ন পথে চলে তাহলে আমি আনসারদের পথে চলবো। হে আল্লাহ! আনসারদের প্রতি, আনসারদের সন্তানদের প্রতি এবং তাদের সন্তাদের সন্তান-সন্ততির প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন কর। মহানবী ﷺ এর ভাষণে আনসাররা এরূপ প্রভাবিত হয়ে পড়েন যে, তারা কাঁদতে শুরু করেন। তারা বলতে আরম্ভ করেন, আমরা তাতেই সন্তুষ্ট যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের ভাগে এসেছেন।[১৪০]

৮.১৪ কাফেরদের প্রস্তাবের পর কান্না: একবার কাফেরদের একটি প্রতিনিধিদল রাসূল ﷺ এর চাচা আবু তালিব এর সাথে সাক্ষাত করে দাবি জানায়:

হে আবু তালিব! আপনি আমাদের মধ্যে শুধু বয়োজ্যেষ্ঠই নন, মর্যাদার দিক থেকেও আপনি কুরাইশদের মধ্যে সবার উপরে। আমরা ইতোপূর্বেও বলেছি, আপনি আপনার ভাতিজাকে আমাদের শত্রুতা থেকে বিরত রাখুন। কিন্তু আপনি এখনো তাকে তার তৎপরতা থেকে বিরত রাখেননি। হে আমাদের কওমের নেতা! এখন আর আমরা সংযত থাকতে পারছি না।

---

[১৪০]. আল-**কামিল ফিত তারিখ, ১ম খণ্ড**, পৃ. ৩৩৯।

আপনার ভাতিজা আমাদের নেতৃস্থানীয়দের কুৎসা রটিয়ে বেড়াচ্ছে। আমাদের পূর্ব পুরুষদের অবজ্ঞা করে চলছে। অনুরূপভাবে আমাদের প্রতিমাদের নিন্দাবাদ তার মুখে লেগেই আছে। এখনো যদি আপনি তাকে এসব থেকে বিরত না করেন, আমরা আপনাদের সাথে যুদ্ধ করতে বাধ্য হবো। তাতে করে ব্যাপারটার একটা কিছু সমাধান হবে।

এ ঘটনার পর চাচা আবু তালিব রাসূল ﷺ কে ডেকে এনে সব ঘটনা বিস্তারিত বললেন। এরপর বললেন, হে ভাতিজা! আমার ও তোমার নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার কথা স্মরণে রেখ। আমাকে এমন কোনো বিপদে ফেল না যা সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। এর প্রতিক্রিয়ায় রাসূল ﷺ বললেন,

فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: يا عماه لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته.

"হে আমার চাচা! তারা যদি আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্রও দেয় আর আমাকে একাজ পরিত্যাগ করতে বলে তাহলে আমি ততক্ষণ ক্ষান্ত হবো না যতক্ষণ না এ দ্বীন বিজয় লাভ করবে অথবা দ্বীনের বিজয়ের জন্য আমি ও আমার জীবন উৎসর্গ হবে।" এসময় আল্লাহর রাসূলের ﷺ অশ্রুসজল চোখ দেখে আবি তালিব ভাতিজাকে শান্তনা দিয়ে বলেন,

اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبداً.

"হে আমার ভাতিজা! তুমি তোমার দ্বীনের কাজ করে যাও, আল্লাহর কসম! কোনো কিছুর বিনিময়ে আমি তোমাকে তাদের নিকট সমর্পণ করব না।"[১৪১]

---

১৪১. ইবনে কাছির, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৩।

উপসংহার

ইসলামী শরীয়াত কান্নার যে নীতিমালা প্রণয়ন করেছে তা পরিপূর্ণ ও সামগ্রিক। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহে বর্ণিত দিক নির্দেশনার আলোকে আমরা বলতে পারি যে, আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যম হলো কান্না। কান্না আল্লাহর রহমতের নিদর্শন। আল্লাহর ভয়ে কান্না, অন্তরকে পরিশোধিত করে, আত্মাকে কোমল করে। কান্না মানব জীবনের এমন একটি অনুসঙ্গ যা পৃথিবীতে আগমনের সাথে সাথেই প্রকাশ পায়। মানুষের দুঃখ-কষ্ট, বেদনা, হারানো, মৃত্যু এমনকি সাফল্যের চরম শিখরে উঠেও মানুষ কান্নার মাধ্যমে তার প্রকাশ ঘটায়। অন্যায়, অবিচার, নির্যাতন, নিষ্পেষণ, পাপাচার ইত্যাদি অপরাধ থেকে বাঁচার জন্য মানুষ যখন অনুতপ্ত হয়ে অশ্রু প্রবাহিত করে তখন তা আল্লাহর নিকট কবুল হয়ে যায়। আমাদের গুনাহ মাফের জন্য এবং যে কোনো ভালো-মন্দ, আনন্দ-বেদনায় কান্নার সময় শরীয়াত নির্ধারিত সীমারেখার প্রতি লক্ষ্য রেখেই আমাদের কাঁদা উচিত। অন্যথায় আমাদের আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে তাঁর অসন্তুষ্টি ও শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে।

গ্রন্থপঞ্জী

আল-কুরআন।

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আল-জামে' আল-মুসনাদ আস-সহীহ আল মুখতাছার মিন উমুরি রাসূলিল্লাহ ﷺ ওয়া সুনানিহী ওয়া আইয়্যামিহী*, বৈরূতঃ দারু ইবন কাছীর, ৩য় সং, ১৯৭৮।

আবুল হুসাইন মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল কুশাইরী আন-নিশাপুরী, *আস-সহীহ*, আল-মাকতাবাতুশ-শামেলাহ্।

আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, *আস-সুনান*, আল-মাকতাবাতুশ-শামেলাহ্।

আবু আব্দুর রহমান আহমদ আন-নাসায়ী, *আস-সুনান*, আল-মাকতাবাতুশ-শামেলাহ।

আহমদ ইবন আবু বকর রাযী আল-জাসসাস, *আহকামুল কুরআন*, বৈরূতঃ দারু ইয়াহইয়া আত-তুরাছিল আরাবী, ১৪০৫হি.।

আবু উমর আবদুল আযীয ইবন ফাতহী আস সায়্যিদ নিদা, *মাওসুয়াতুল আদাবিল ইসলামিয়্যাহ*, রিয়াদঃ দারু তয়্যিবাহ লিন নাশরী ওয়াত তাওযী', ২য় সং, ২০০৪।

আবু ইয়ালা আহমদ ইবন আলী, *মুসনাদে আবু ইয়ালা*, আল-মাকতাবাতুশ শামেলাহ্।

আয-যাহাবী, শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ, *তারিখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাত আল-মাশাহীর ওয়াল আ'লাম*, বৈরূতঃ দারুল কিতাব আল-আরাবি, ১ম সং ১৯৮৭।

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন আবি বকর কুরতুবী, *আল-জামি'লি আহকামিল কুরআন*, কায়রো : দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যা, ২য় সং, ১৯৬৪।

আলাউদ্দিন আল-আযহারী, *আরবি বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১ম সং, ১৯৯৩।

আবুল হাসান আলী ইবন খাল্লাফ ইবন বাত্তাল, *শরহে সহীহিল বুখারী*, রিয়াদঃ মাকতাবাতুর রুশদ, ২য় সং, ২০০৩।

আবুল হাসান আলী ইবন ইসমাইল আল মুরসী, *আল মুহকাম ওয়াল মুহিতুল আযাম*, বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম সং, ২০০০।

ইবনে মানযুর, *লিসানুল আরব*, বৈরূতঃ দারু সাদির, তা. বি.।

ইবরাহীম মাদকুর, *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, কায়রো: দারুদ দা'ওয়াহ, ২য় সং, ১৯৭২।

ইমামুদ্দিন ইসমাঈল ইবন কাছীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, বৈরূত: দারু ইহ্ইয়া আত তুরাসিল 'আরাবী, ১ম সং, ১৯৮৮।

ইমাম গাজ্জালী, *ইহইয়ায়ি উলুমুদ্দীন*, কায়রো: দারুল হাদিস, তা. বি.।

ইবন আমর বাজ্জার, *মুসনাদে বাজ্জার*, আল-মাকতাবাতুশ-শামেলাহ।

মুহাম্মদ ইবন আবি বকর ইবন আব্দিল কাদীর আর-রাযী, *মুখতারুস-সিহাহ*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম সং, ১৯৯৪

মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*

মুহাম্মদ রশীদ ইবন আলী রিদা, *তাফসীরুল মানার*, মিসর: আল-হাইআতুল মিসরিয়্যা, ১৯৯০।

মুহিউস সুন্নাহ আবু মুহাম্মদ আল হুসাইন আল-বাগাভী, *মা'আলিমুত তানযিল* , দারু তয়্যিবা, ৪র্থ সং, ১৯৯৭।

শিহাবুদ্দীন আবি হাফস উমার ইবন মুহাম্মদ ইবন আব্দিল্লাহ, *'আওয়ারিফুল মা'আরিফ*, আল-মাকতাবতুশ শামেলাহ, তা. বি.।

সম্পাদনা পরিষদ, *আল মাওসূয়াতুল ফিকহিয়্যা*, কুয়েত: ওযারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুয়ূনুল ইসলামিয়া, ১৪০৪-১৪২৭হি.।

আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন মানুষের আত্মাকে নরম করে এবং যাবতীয় নোংরা থেকে পরিচ্ছন্ন করে। সাতটি কারণে মানুষের কান্না আসে, আনন্দ, বেদনা, নিষ্পেষণ, না পাওয়া, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, ব্যথা এবং আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন। বেশি বেশি আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন জাহান্নামের আগুনকে নির্বাপিত করে। যারা আল্লাহর ভয়ে কাঁদে আল্লাহ তাদের প্রশংসা করেন।

আবু হুরাইরাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদে সে দোযখে যাবে না, যেরুপ দোহন করা দুধ পুনরায় স্তনে ফিরিয়ে নেয়া যায় না। আর আল্লাহর পথে জিহাদের ধূলা এবং জাহান্নামের ধোয়া কখনও একত্র হবে না।

9 789849 466987

Cover Design : Hashem Ali
01855 87 64 70, 01913 84 49 91